NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ শনিবার রাতে গ্রেপ্তার পাটুলির ত্রাস বাপ্পাদিত্য

নোয়াপাড়ায় জমি দখল সবচেয়ে বড় সমস্যা: অর্জুন ৩

কলকাতা ৮ জুন ২০২৬ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.06.2026, Vol.19, Issue No. 355, 8 Pages, Price 3.00

সম্মান, সুরক্ষা, সুবিধা

4 কোটির বেশি প্রধানমন্ত্রী আবাস নির্মিত

2014 সালের পর থেকে 25 কোটির বেশি মানুষের দারিদ্র থেকে উত্তরণ

12 বছর বিশ্বাস, উন্নয়ন, জনকল্যাণের

cbc 0101/13/0003/2627

‘দুর্নীতির যা বহর, মনে হচ্ছে ব্রিগেডকে জেল বানাতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যেই তৃণমূলের শাসকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার আরও তীব্র করলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নিউটাউনে বিজেপির সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ শিবিরের মঞ্চ থেকে তিনি দাবি করেন, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পুরনো নথি ও প্রকল্প খতিয়ে দেখতে গিয়ে এমন সব অনিয়মের তথ্য সামনে আসছে, যা দেখে বিস্মিত বর্তমান সরকার।

অসুস্থ অশোককে শুভেন্দুর ফোন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বামনেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে যান বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। পাশাপাশি ফোন করে তাঁর খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার রাতে নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন অশোক। হাসপাতালের শয্যায় শুয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন অশোক। মুখ্যমন্ত্রী জুন মাসের ১৬ বা ১৭ তারিখ শিলিগুড়ি যাবেন। সেখান থেকে কার্শিয়াং যাবেন। সূত্রের খবর, সেই সফর নিয়ে অশোকের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী শঙ্কর বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি ফোনে কথা বললেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। মুখ্যমন্ত্রীর বাবা শিশির অধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের সম্পর্ক। মুখ্যমন্ত্রী যেমন তাঁর খোঁজ নিলেন, আবার অশোকবাবুও তাঁর বাবা শিশির অধিকারীর খোঁজ নিলেন।’

পরিস্থিতির তীব্রতা বোঝাতে তাঁর মন্তব্য, তত্রযেখানে হাত দিচ্ছি, সেখানেই পচা-দুর্গন্ধ! কী করে গিয়েছে আগের সরকার? দুর্নীতি আর অনিয়মের যা বহর দেখছি, তাতে এরপর তো মনে হচ্ছে ব্রিগেডকে জেল বানাতে হবে।’

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। কারণ, গত কয়েক সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাক্তন শাসকদলের একাধিক জনপ্রতিনিধি ও নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। সেই আবহেই রবিবারের মন্তব্যকে ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

তবে শুধু বিরোধীদের আক্রমণেই থেমে থাকেননি শুভেন্দু। দলের কর্মী ও নেতৃত্বের উদ্দেশেও সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ক্ষমতার পরিবর্তনের পর আত্মতুষ্টি বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির কোনও জায়গা নেই। তাই দলকে সম্মিলিত নেতৃত্বের পথেই এগোতে হবে। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কি না, সরকারি অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও সংগঠনের কর্মীদের নজরদারির দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানান তিনি। রবিবারের সভা থেকে নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ঘোষিত কর্মসূচিগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য থাকবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। নতুন সরকারের প্রথম বড় সাংগঠনিক সমাবেশে শুভেন্দুর এই আক্রমণাত্মক অবস্থান স্পষ্ট করে দিল, রাজনৈতিক পালাবদলের পর শুধু প্রশাসনিক পুনর্গঠন নয়, পূর্বতন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইকেও সমান গুরুত্ব দিতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব।

চলতি মাসেই চাকরি-অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি জানান, চলতি জুন মাসের মধ্যেই নিহত ৩১৫ জন বিজেপি কর্মীর পরিবারের একজন সদস্যের হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহতদের পরিবারকে

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপির অভিযোগ ছিল, ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসে তাদের ৩২১ জন কর্মী নিহত হয়েছেন এবং বহু কর্মী-সমর্থক ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও সেই অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে রাজনৈতিক তরজা চলেছে। পাশাপাশি এই ইস্যুতে নিহতদের পরিবারগুলির দাবি ছিল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দিক রাজ্যের সরকার।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে একাধিকবার আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার পরিবারগুলির পাশে রাজ্যের সরকার দাঁড়াবে। রবিবারের এই ঘোষণাকে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিহতদের পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। সরকারি সূত্রের দাবি, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জুন মাসের মধ্যেই নিয়োগপত্র বিতরণের কাজ শুরু হবে।

সব নজর আজ রাজধানীতে

ইন্ডিয়া বৈঠকে দিল্লিতে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে যোগ দিতে রবিবারই দিল্লি উড়ে যাওয়ার কথা ছিল তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবিবার বিকেলে কলকাতার দলীয় সব কাউন্সিলরকে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। কাউন্সিলরদের নিয়ে আলোচনায় বসার কথা ছিল মমতার। কিন্তু শেষমুহূর্তে সেই বৈঠক বাতিল করে দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে জানানো হয়, মমতার দিল্লিযাত্রার কথা। মমতার দিল্লি যাওয়ার বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত। যদিও প্রশ্ন উঠেছে, বৈঠকে ডেকে শেষ সময়ে তা বাতিল করার নেপথ্যে কাউন্সিলরদের অনুপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

দিন দুয়েক আগে কলকাতার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর ইস্তফার পর তৃণমূলের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা স্থির করতেই রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ বাইপাসের ধারের তৃণমূল ভবনে কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তৃণমূলনেত্রী মমতার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানা যায়, রবিবার বিকেলের বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না তিনি।

রবিবারের বৈঠক আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয় ছিল। গত ৩১ মে মমতার ডাকা বৈঠকে গরহাজির ছিলেন তৃণমূলের ৬০ বিধায়ক। সেই কারণে কালীঘাটের বাড়িতে ডাকা বৈঠক বাতিল করে দেন তৃণমূলনেত্রী। খাতায়-কলমে কলকাতায় তৃণমূলের ১৩৬ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। তবে

বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ দিতে রবিবারই দিল্লিতে পৌঁছন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে পৌঁছেই দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

নানা অভিযোগে এখনও পর্যন্ত কলকাতার আট জন কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে অনেকে ‘বেসুরো’। কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। আবার কেউ ছেড়েছেন বরো চেয়ারম্যানের পদ। সেই কারণে রবিবারের বৈঠকে কত জন কাউন্সিলর বৈঠকে আসবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল তৃণমূলের অন্দরেই।

এদিকে, রবিবার ‘ইন্ডি’ জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লির উড়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে জোটের বৈঠক। এই বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলোর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল এবং সাংগঠনিক সমন্বয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে শনিবার বিকেলেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

সংসদেও অঙ্ক নয়া তৃণমূলের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় ৫৯ জন বিধায়কের পৃথক অবস্থানের দাবি ঘিরে রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হওয়ার পর এবার সংসদীয় দলেও বড়সড় ভাঙনের আশঙ্কা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, লোকসভায় দলের প্রায় ২০ জন সাংসদকে ঘিরে দিল্লিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। সেই কারণেই বিরোধী জোটের বৈঠকের পাশাপাশি রাজধানীতে এখন তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ অঙ্কও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।

দলীয় সূত্রের দাবি, তৃণমূলের একাংশ সাংসদ বর্তমান সংসদীয় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে গভীর অসন্তোষে ভুগছেন। তাঁদের মূল আপত্তি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব, নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে আইপ্যাকের ভূমিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে। সূত্রের খবর, এই অসন্তুষ্ট সাংসদদের একাংশ ইতিমধ্যেই দিল্লিতে অবস্থান করছেন এবং আগামী দিনে সাংগঠনিক স্তরে বড় পদক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি চর্চিত হচ্ছে তথাকথিত ‘মহারাষ্ট্র মডেল’-এর সম্ভাবনা। সূত্রের দাবি, বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে একদল বিক্ষুব্ধ সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনাও রয়েছে বলেই দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। তাঁদের লক্ষ্য হতে পারে লোকসভায় দলনেতার পদ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানোর দাবি তোলা এবং সংসদের ভিতরে পৃথক ব্লক গঠনের পথকে প্রশস্ত করা।

দলীয় সাংসদের অঙ্কও এই জল্পনাকে উস্কে দিচ্ছে। লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের মধ্যে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১৯ জনের সমর্থন জোগাড় করা গেলে দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতার বাইরে থেকে আলাদা ব্লক গঠনের সাংবিধানিক সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, সেই সংখ্যার কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টাই এখন চলছে। বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই শনিবার রাজধানীতে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, জোট বৈঠকের পাশাপাশি সংসদীয় দলের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি রুখতেও নেতৃত্ব এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে।

তৃণমূলের অন্দরের এই টানাপোড়েন এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন বিধানসভায়ও দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একাংশ নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে পৃথক অবস্থান নিয়েছেন। ফলে রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তির সামনে এখন দ্বিমুখী সংকট, একদিকে বিধানসভা, অন্যদিকে সংসদীয় দল। লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে এই অসন্তোষ নিছক চাপ সৃষ্টির কৌশল ছিল, নাকি তা বাস্তব রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের দিকে এগোচ্ছে, সেই উত্তর মিলবে। আপাতত দিল্লির রাজনৈতিক করিডরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তৃণমূলের ভিতরে কি সত্যিই ‘মহারাষ্ট্র মডেল’-এর ছায়া ঘনাচ্ছে?

পকসোয় গ্রেপ্তার তৃণমূলের কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার আরও এক কাউন্সিলর পুলিশের জালে। জোড়াসাঁকোয় ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভোর থেকে তাঁর বাড়িতে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। অভিযোগ, তৃণমূল নেতা দরজাই খুলছিলেন না। দীর্ঘ প্রায় ছ’ঘণ্টা অপেক্ষার পর বাইরে থেকে তালা খুলে ভিতরে ঢোকে পুলিশ। জসিমউদ্দিনকে আটক করা হয়। পরে থানায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁর অনুগামীরা। পাল্টা ডিম হাতে বিজেপি সমর্থকেরাও বিক্ষোভে শামিল হন।

রবিবার ভোর ৬টা নাগাদ জসিমউদ্দিনের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী সেই বাড়ি ঘিরে ছিল। অভিযোগ, ভিতর থেকে বাড়ির কোলাপসিবল গেট তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল। পুলিশের ডাকাডাকি সত্ত্বেও কেউ দরজা খোলেননি। বেলার দিকে চাবি তৈরির লোক ডাকা হয় ঘটনাস্থলে।

অরূপের দরজায় মেসি-কাণ্ডে সমন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে গেল পুলিশ। মেসি-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে সোমবার হাজিরার নির্দেশ দেওয়ার নোটিস দিতেই গিয়েছিল তারা। জানা গিয়েছে, বার বার বেল বাজালেও কেউ দরজা খোলেননি। অগত্যা অরূপের বাড়ির বাইকে সমনের নোটিস টাঙিয়ে দিয়ে যায় পুলিশ।

যুবভারতীতে লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্তের অভিযোগের ভিত্তিতে দিন কয়েক আগে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। অরূপ-সহ কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন শতদ্রু। অরূপদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি ধারায় এফআইআর হয়। সেগুলি হল, অভিন্ন উদ্দেশ্য ৩(৫), তোলাবাজি ৩০৮(২), প্রতারণা ৩১৮(৪), অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন ৩৫১(২) এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ৬১(২)। সেই এফআইআরের পরই যুবভারতী কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে তলব করেছিল পুলিশ।

আজ সকাল ১১টা নাগাদ অরূপকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব করা হয়েছে। এই নিয়ে দু’বার। গত বৃহস্পতিবারও হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা এড়ান। আইনজীবী মারফত চিঠি পাঠিয়ে ১৪ দিনের সময় চেয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। যদিও অরূপকে ১৪ দিন সময় দিতে নারাজ পুলিশ, তা বোঝা গিয়েছিল শনিবারই। রাতের দিকে তাঁকে দ্বিতীয় নোটিস পাঠানোর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। আর রবিবার দেখা গেল সেই নোটিস অরূপের বাড়ির দরজায় গিয়ে সাঁটিয়ে দিয়ে এল পুলিশ। প্রথম নোটিসটিও একই সঙ্গে দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যুবভারতীর ঘটনায় সমালোচিত হয়েছিল তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপের ভূমিকা। বিতর্কের মধ্যেই ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন অরূপ। এফআইআর দায়ের হওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেছিল অরূপ। আগামী ৯ জুন অরূপের জামিন-মামলার শুনানি রয়েছে।

রবিবার থেকে ফের দামি রান্নার গ্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার থেকেই ফের বেড়ে গেল রান্নার গ্যাসের দাম। এবার এক ধাক্কায় সিলিন্ডার পিছু দাম বাড়ল ২৯ টাকা। আর এই দাম বৃদ্ধির জেরে কলকাতায় রান্নার গ্যাসের দাম গিয়ে দাঁড়াল ৯৬৮ টাকায়। এই দামটাই আগে ছিল, ৯৩৯ টাকা। অর্থাৎ, ৩ মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ফের দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের। এর আগে, বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বেড়েছে একাধিকবার। আর ৫ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হবে ৩৫৮ টাকা ৫০ পয়সায়। আগে থেকে বুকিং করা থাকলেও রবিবার থেকে গ্যাস নেওয়ার সময় এই বর্ধিত দাম দিতে হবে গ্রাহককে।

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে সাধারণ মানুষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পেট্রোল আর ডিজেলের দাম বৃদ্ধি। এই কারণে দাম বেড়েছে পরিবহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসেরই। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে, বাইরে খাবারের দামও বেশ বেড়ে গিয়েছে। আর এবার, এলপিজির দাম বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ১ জুন থেকে কলকাতায় সিলিন্ডার পিছু বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৫৩ টাকা ৫০ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২৫৫ টাকা ৫০ পয়সা। এর ঠিক পাঁচ দিনের মাথায়, ফের দাম বাড়ল ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের। এতদিন পর্যন্ত বারে বারে দাম কমা-বাড়া করেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের। তবে এতদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিতই ছিল রান্নার গ্যাসের দাম। তবে এবার ৩ মাসে দ্বিতীয়বার বেড়ে গেল রান্নার গ্যাসের দাম।

আঁধার নামল বিকেলেই, বর্ষার তবু অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগেই পূর্বাভাস ছিল বৃষ্টি হবে। রবিবার বিকেলেই নামল রাত। কালো মেঘে ছেয়ে যায় গোটা আকাশ। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে কলকাতায়। কলকাতা-সহ লাগোয়া জেলায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। হাওয়া অফিস বলছে, ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিমি বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, কলকাতা ও লাগোয়া জেলায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এ দিকে, বর্ষা কিন্তু ঢুকে পড়েছে ভারতে। কেরলমের পর কর্নাটক তামিলনাড়ু পেরিয়ে গোয়া-মহারাষ্ট্রতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশেও ঢুকে পড়েছে বর্ষা। কিন্তু বাংলায় এখনই বর্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি। সেই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাই কবে এ রাজ্যে বর্ষা ঢুকবে তার তথ্য মেলেনি।

আবহাওয়া অফিস বলছে, সোমবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই আগামী সাত দিনে। এদিন বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে।

দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টি কিছুটা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে ছয় জেলায় রয়েছে সতর্কতা। বুধ এবং বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হতে পারে।

কলকাতা টার্মিনাল-করুণাময়ী মেট্রো করিডরের প্রাথমিক সমীক্ষায় ছাড়পত্র

বাড়তে পারে শহরের মেট্রো নেটওয়ার্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মেট্রো যোগাযোগ আরও সম্প্রসারণের পথে বড় পদক্ষেপ। কলকাতা টার্মিনাল থেকে সল্টলেকের করুণাময়ী পর্যন্ত নতুন একটি মেট্রো করিডরের জন্য প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্র্যাফিক সমীক্ষার অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। মেট্রো রেলের ২০২৬-২৭ সালের সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই প্রকল্প। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রায় ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ডাবল-লাইন মেট্রো করিডরটি কলকাতা টার্মিনাল থেকে ক্ষুদিরাম বসু রোড, বাগজোলা খাল এবং সল্টলেকের ৬ নম্বর আইল্যান্ড হয়ে করুণাময়ী পর্যন্ত যাবে। এই সমীক্ষার জন্য ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক সমীক্ষায় প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, যাত্রী চাহিদা এবং পরিচালনাগত কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা হবে। সমীক্ষার রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই করিডর তৈরি হলে কলকাতা টার্মিনাল থেকে সরাসরি গ্রিন লাইনের করুণাময়ী স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। ফলে হাওড়া, শিয়ালদহ-সহ শহরের বিস্তৃত মেট্রো নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরও সহজ সংযোগ তৈরি হবে। বিশেষত আন্তঃপরিবহণ ব্যবস্থায় বড় সুবিধা পাবেন যাত্রীরা। প্রস্তাবিত রুটের একটি বড় অংশ বাগজোলা খালের ধার ঘেঁষে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নগর পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। মেট্রো রেলের একাংশের মতে, উত্তর-পূর্ব কলকাতা ও সল্টলেক এলাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং যাতায়াতের চাপ সামাল দিতে এই নতুন করিডর ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বর্তমানে সমীক্ষা পর্যায়ে থাকলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কলকাতার মেট্রো মানচিত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ যুক্ত হবে।

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসের জন্য সম্মানিত অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের আবেগ, আদর্শের টানাপোড়েন এবং রক্তাক্ত ইতিহাসকে সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরার স্বীকৃতি পেলেন কথাসাহিত্যিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাস 'আটটা নটার সূর্য' এ বছরের 'লীলা স্মৃতি পুরস্কার ২০২৬'-এ সম্মানিত হয়েছে।

কলকাতার মহাজাতি অ্যানেক্স হলে পিকনিক গার্ডেন লীলা সেবা সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম বর্ষের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে লেখকের হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হয়। উপন্যাসটি প্রথমে একটি বাংলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর পাঠকমহলেও সাড়া ফেলে।

পুরস্কার গ্রহণের পর অশোককুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ছাত্র-যুব সমাজের আদর্শবাদ, রাষ্ট্র ও আন্দোলনের সংঘাত এবং সেই সময়ের বহু অজানা ঘটনার দলিল হিসেবেই তিনি উপন্যাসটি লিখেছেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সেই সময়কে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে তিনি দ্বিতীয় বর্ষের শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতাও দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'তথ্য-উপন্যাস লেখার চ্যালেঞ্জ'। পাশাপাশি কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

পিকনিক গার্ডেন লীলা সেবা সোসাইটির কর্ণধার ডা. সৌম্য ভট্টাচার্য বলেন, সমাজসেবার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা লেখকদের সম্মান জানাতেই এই পুরস্কারের প্রবর্তন। তাঁর মতে, ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে অতীতকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে 'আটটা নটার সূর্য' বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

দমদমের রবীন্দ্র ভবনে রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভায় বিজেপি আয়োজিত রক্তদান উৎসবে আয়োজক, দলীয় কার্যকর্তা ও রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করতে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শওকতের গ্রেপ্তারির পর বাড়ল নজরদারি, মজুত আগ্নেয়াস্ত্র সরানোর আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারের পর থেকেই ভাঙড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাটো করা হল পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। এলাকায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়, সংযোগকারী রাস্তা ও প্রবেশপথে বসানো হল নাকা চেকিং পয়েন্ট। শুধু দিনে নয়, রাতেও টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। সন্দেহজনক ব্যক্তি ও যানবাহনের উপর নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। সঙ্গে সন্দেহভাজন যানবাহন থামিয়ে শুরু হয় কড়া তল্লাশি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকায় বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত থাকার অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রেক্ষিতেই শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারের পর ওই সব অস্ত্র বা বিস্ফোরক অন্যত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই প্রশাসনের এই বাড়তি সতর্কতা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের ভিত্তিতেই এলাকায় বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা এবং কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি প্রশাসনের। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ভাঙড়ের আইএসএফ নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে এলাকায় শান্তি ও

স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই ধরনের অভিযান প্রয়োজনীয় বলেও মত তাঁদের।

এদিকে সূত্রে খবর, বামুনিয়ার যে বিস্ফোরণের ঘটনায় শওকত মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, রবিবার তা নিয়ে শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এর আগে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তাঁদের বয়ান অনুসারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, তাঁদের বয়ানের সঙ্গে শওকত মোল্লার বয়ান মিলিয়ে দেখা হবে। তদন্তকারী আধিকারিকেরাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন শওকত মোল্লাকে। এনআইএ-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তিনি এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। বিস্ফোরণের আগে পরিকল্পনা বোমা মজুত করা, তথ্যপ্রমাণ লোপাট এই সমস্ত সম্পর্কে তথ্য জানতে চায় এনআইএ। ১৪ দিনের হেপাজতে নেওয়ার পরে রবিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় শওকত মোল্লাকে। দক্ষিণ বামুনিয়া বিস্ফোরণের ঘটনায় শওকত মোল্লা সহ যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, রবিবার তাঁদের প্রত্যেকের ফোন ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে এনআই-এর পক্ষ থেকে। বিস্ফোরণের মামলায় ফোনে যে সব তথ্য আছে তা থেকে রহস্যভেদ করা যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। একইসঙ্গে শওকত সম্পর্কে এ তথ্যও মিলছে যে, শুধু মাছ থেকে ভেড়ি চোর নয়, একটা সময় রাজে্যর চাকরি চুরিতেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের নজরে ছিলেন শওকত। চাকরি চুরির তদন্তেও মুখোমুখি হয়েছিল শওকত। প্রভাব খাটিয়ে নিজের আত্মীয় পরিজনদের এসএসসি-র গ্রুপ সি, ডি পদে চাকরির বন্দোবস্ত করেছিলেন। অভিযোগ ছিল প্রায় ১৭ জনের বেশি শওকত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিজনদের চাকরি মিলেছিল ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগে। পরে আদালতের নির্দেশে তাদের চাকরি ব্ল্যাক লিস্টেড হয় বলেই সিবিআই সূত্রে খবর। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকবার সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন শওকত, হাজিরা দেন সিবিআই দপ্তরে। শওকতের বাড়িতেও অভিযান চালায় সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে শওকতের দুই মেয়ের চাকরিও সন্দেহের তালিকায়। জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক চাকরি করেন শওকতের দুই মেয়ে।

হাওড়া স্টেশনকে বিশ্বমানের পরিবহণ হাব করার প্রস্তাব বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া স্টেশন চত্বরকে আধুনিক মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাবে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রস্তাব জমা দিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বমানের বাস ও ট্যাক্সি টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি নতুন মেট্রো করিডর তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।

উমেশ রাইয়ের দাবি, পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যস্ত পরিবহণ কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও হাওড়া স্টেশন চত্বরে আধুনিক বাস ও ট্যাক্সি টার্মিনালের অভাব আছে, এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী স্টেশন ব্যবহার করলেও যানবাহন চলাচল, পার্কিং এবং যাত্রী পরিষেবায় উন্নতমানের পরিকাঠামো নেই। সেই কারণেই স্টেশন চত্বরের পুনর্বিন্যাস করে অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের টার্মিনাল তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এই প্রস্তাবিত প্রকল্পে থাকছে উন্নতমানের যাত্রী প্রতীক্ষালয়, ডিজিটাল তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট পিক-আপ ও ড্রপ-অফ জোন এবং আধুনিক ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা সহ একাধিক প্রস্তাব। পাশাপাশি রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ও ফেরিঘাটের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় গড়ে তোলার দাবিও জানানো হয়েছে।

শুধু তাই নয়, হাওড়া স্টেশনের উপর চাপ কমাতে শালিমার ও সাঁতরাগাছি স্টেশনকে আরও কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে বি গার্ডেন থেকে বালি পর্যন্ত নতুন মেট্রো করিডরের প্রস্তাবও দিয়েছেন উমেশ। তাঁর দাবি, এই করিডর শালিমার ও হাওড়া ময়দান হয়ে উত্তর হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকাকে সংযুক্ত করতে পারে। পাশাপাশি হাওড়া ময়দান থেকে সাঁতরাগাছি পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের দাবিও জানানো হয়েছে।

যদিও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়া যায়নি, তবে উমেশ রাই দাবি করেন, রেলমন্ত্রী প্রস্তাবগুলির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে হাওড়া পূর্ব ভারতের অন্যতম আধুনিক পরিবহণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলেই তাঁর আশা।

কেন্দ্রের ৫০ শতাংশ আর্থিক সহায়তার সুযোগও কাজে লাগানো হয়নি!

৭৮০ সম্ভাব্য নগরাঞ্চল নিয়েও নিষ্ক্রিয় ছিল তৃণমূল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পিত নগরায়নের এক বড় সুযোগ গত এক দশকে কার্যত হাতছাড়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের ২০১৬ সালের একটি নির্দেশিকায় দেখা যায়, দেশের মধ্যে সর্বাধিক ৭৮০টি সেন্সাস টাউন ছিল পশ্চিমবঙ্গে। অথচ এই সম্ভাব্য নগরাঞ্চলগুলিকে পুরসভা বা অন্য কোনও আইনসিদ্ধ নগর স্থানীয় সংস্থায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে তৎকালীন তৃণমূল সরকার কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি বলেই অভিযোগ।

২০১৬ সালের ১৭ মে কেন্দ্রীয় সরকার ২৮টি রাজ্যকে মোট ৩,৭৮৪টি সেন্সাস টাউনকে আইনসিদ্ধ নগর স্থানীয় সংস্থায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানায়। কেন্দ্রের বক্তব্য ছিল, এর ফলে পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, উন্নত পরিকাঠামো, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নাগরিক পরিষেবার মান উন্নত হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবে।

সরকারি নথি অনুযায়ী, আম্রুত প্রকল্প-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আইনসিদ্ধ শহরের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ছিল। নতুন পুরসভা গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিল। দেশের বিভিন্ন রাজ্য এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন পুরসভা গঠন করলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই উদ্যোগ দেখা যায়নি বলেই অভিযোগ।

এই নিষ্ক্রিয়তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে দ্রুত নগরায়িত হওয়া আধা-শহর এলাকাগুলিতে। ক্ষতিগ্রস্ত জনপদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা, ক্যানিং ও কাকদ্বীপ, হাওড়ার বাগনান, নদিয়ার তেহট্ট, মালদার চাঁচল ও গাজোল এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া। জনসংখ্যা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও এই অঞ্চলগুলির অধিকাংশ এখনও পঞ্চায়েত কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে। ফলে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জল সরবরাহ ও পরিকল্পিত নগর পরিকাঠামোর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণের গতি যত দ্রুত বেড়েছে, প্রশাসনিক কাঠামো সেই হারে সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে কেন্দ্রীয় অর্থায়নের একটি বড় সুযোগও হাতছাড়া হয়েছে। অনেকের মতে, সময়মতো উদ্যোগ নেওয়া হলে রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ জনপদ আজ পূর্ণাঙ্গ পুর প্রশাসনের আওতায় চলে আসতে পারত।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০১৬ সালের নির্দেশিকার আলোকে সম্ভাব্য সেন্সাস টাউনগুলিকে পর্যায়ক্রমে পুরসভায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার সদ্ব্যবহার করে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে পারে। বিশেষ করে আমতলা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, বাগনান, তেহট্ট, চাঁচল, গাজোল ও পাঁশকুড়ার মতো দ্রুত বর্ধনশীল জনপদগুলির ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সময়োপযোগী বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ (১) সুশান্ত সাহা, (২) প্রভাস সাহা, পিতা- রবীন্দ্র নাথ সাহা, (৩) শেখর সাহা, পিতা- গৌরীশঙ্কর সাহা, (৪) আরতি সাহা, পিতা- শেখর সাহা, (৫) রনেন্দ্র নাথ সাহা, (৬) রুদ্রেন্দ্র নাথ সাহা, (৭) তরুন কুমার সাহা, পিতা- যোগেন্দ্র নাথ সাহা, ও (৮) দিপ্তী সাহা, স্বামী- মানবেন্দ্র নাথ সাহা, সর্ব সাং খোট্টাপাড়া, কৃষ্ণনগর, কোতয়ালী, নদীয়া, একটি সম্পত্তি যার L.R. খতিয়ান ১৩৭২, ৯১৮৮, ৯০৭৬ অন্তর্ভুক্ত দাগ R.S. ৬৯২১ ও L.R. ৯৮২৯, পরিমাণ ২.০৫ শতক কমবেশী, মৌজা ৯২ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, ১নং দাতার পক্ষে গত ২৩/৫/২০০৬ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে IV 84 নং, ২নং দাতার পক্ষে গত ৫/৬/২০০৬ তারিখে D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে IV 66 নং, ৩-৪নং দাতার পক্ষে গত ২০/৪/২০০৭ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে IV 68 নং ও ৫-৮নং দাতার পক্ষে গত ৮/৫/২০০৬ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে IV 78 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে (১) রবীন্দ্র নাথ সাহা পিতা- রবীন্দ্র নাথ সাহা ও (২) মনোজ ঘোষ পিতা- লক্ষন ঘোষ, উভয়ের সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ব্যক্তিগণকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এখন আমমোক্তারকারী উক্ত জমিটি (১) তাপস কর্মকার, পিতা- তপন কর্মকার, (২) সুপ্রিয়া কর্মকার, স্বামী- তাপস কর্মকার, উভয়ের সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ব্যক্তিগণকে গত ২৬/৯/২০০৮ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে। ৩৬৮৬ নং কোবালা দলিল বলে বিক্রয় করেন। সম্পত্তিটির ৫০% সুপ্রিয়া কর্মকার-এর নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে আছে এখন সম্পত্তিটির বাকি অংশ তাপস কর্মকার এর নামে রেকর্ডভুক্ত করা হবে। এই সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে কৃষ্ণনগর B. L. & L.R.O. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

সুমন সাহা
(অ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর নদীয়া, ০১/০৬/২৬

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ (১) শ্যামলকান্তি দাস, (২) বিমলকান্তি দাস, উভয়ের পিতা- সুরেশ চন্দ্র দাস ও (৩) সুদীপ দাস, পিতা- মিন্টু দাস, সর্ব সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া, (৪) দীপ্তেন কুমার দাস, পিতা- দীপক কুমার দাস, (৫) দীপিকা দাস সরকার, স্বামী- সুবীর কুমার সরকার ও (৬) লিপিকা দাস, পিতা- দীপক কুমার দাস, সর্ব সাং ১০০/১/১ নং রাজলক্ষ্মী সাহা লেন, হাওড়া, একটি সম্পত্তি যার খতিয়ান L.R. 12639, R.S. 6241/1, দাগ R.S. 6886 L.R. 10053, মোট পরিমাণ ১৩.৯৭ শতক, মৌজা ৯২ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ২৫/১০/২১ তারিখে ৯৫ নং ও ১৩/৮/২৪ তারিখে ০৫১৩০৫০৭৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে সন্দীপ দাস পিতা- মিন্টু দাস, সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এখন সন্দীপ দাস উক্ত সম্পত্তির মধ্যে ২.০৯ শতক পরিমাণ জমি, রাহুল খান, পিতা- ইসলাম খান সাং এ. ভী. স্কুল লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ব্যক্তিকে গত ২৩/৬/২৫ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে ৬৬৮১ নং কোবালা দলিল বলে বিক্রয় করেন। এখন সম্পত্তিটি রাহুল খান-এর নামে রেকর্ডভুক্ত করা হবে। এই সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

সুমনসাহা
(অ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর কোর্ট নদীয়া,
০১/০৬/২৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

District Munsif Court
Sattur
DRP.No.: 22/2025
In
O.S.No: 78/2013

1. Solaisamy (Died) --- Plaintiff
2. Subbulakshmi, 3. Kaleeswari,
4. Lakshmanaperumal, 5. Maheshkumar
---2 to 5 Petitioners

--VS--

Mr.Gopal Gur, S/o. Harekrishna R/o. Debinagar madha para, Ashok Nagar, Kalyangarh, Habra, North -24 Paraganas, West Bengal. ---2nd Respondent/2nd Defendant

Notice

Take Notice that the petitioners have filed a petition to Return the original documents, which has been marked as exhibits in OS.No:78/2013 and the same has been numbered as DRP. No: 22/2025 and stands posted on 24.06.2026 for the appearance of the 2nd Respondent above named. Therefore, the 2nd Respondent above named is required to be appear before the District Munsif Court, Sattur, Virudhunagar District, Tamilnadu on 24.06.2026 at 10.30AM in person or through advocate and file objections if any, failing which exparte order well be passed against you by the Court.

By order
Sattur A. Ganapathi Raman, B.A., B.L.
Advocate
MS No : 1591/2000
No : 143/15, Paruthimal Commercial Complex, Main Road, Sattur-626203

বিজ্ঞপ্তি

कोर्ट नोटिस
व अदालत मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हजारीबाग, झारखण्ड।
दावा वाद संख्या - ४६/२०२२

रानिया एवं अन्य...दावाकर्ता
बनाम
मिरान डाइरेक्टर जे० आर० एम० एम० सोसाइटी एवं अन्य ...विपक्षीगण

नोटिस बनाम

प्रदिप कुमार, पिता गोवर्धन दांगी पता- बाणुडा, बाघुधा, कनकया, बर्दवान, पुरवा, बर्दवान, ७१३१४८, टाटा विंगर संख्या JH 01CE-2289, का चालक।

चूंकि आवेदक ने वास्ते हर्जाना आपके खिलाफ मेरे अदालत में वाद दायर किया और इसके नोटिस का तामिला आपके ऊपर साधारण तरीके से संभव नहीं हुआ। लिहाजा इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है, कि इस वाद में आगली तिथि १६/०६/२०२६ को ९.०० बजे वास्ते सुनवाई मुकर्रर की गई है। उक्त तारीख पर अगर खबर या बजरिये अधिवक्ता, हाजिर अदालत होकर अपना नेक व लाजमी कार्रवाई करें, वरना आपके गैर हाजिरी में इस केस का फैसला एकपक्षीय होगा। ताकिद जाने।

मेरे दस्तखत वो मोहर से आज तारीख ०२/०६/२०२६ को जारी किया गया।

पीठा० पदा०, मोटरयान दुर्घटना, दावा न्यायाधिकरण, हजारीबाग।
झारखण्ड |
दिनांक ०२/०६/२०२६

मोहर

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 05/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17485 নং এফিডেভিট বলে আমি Ujjal Kumar Ghosh S/o. Sanat Kumar Ghosh ও Ujjal Ghosh S/o. S. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 4740 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk. Sariful Molla S/o. Sekh Nurul Islam Molla, R/o. Bahirkhand, Haripal, Hooghly-712405, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 199/3076, dtd. 13/12/1996) আমার সঠিক নাম Sk. Sariful Molla-এর পরিবর্তে Sk. Soriful ও আমার পিতার সঠিক নাম Sekh Nurul Islam Molla-এর পরিবর্তে Sk Nur Islam লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sk. Sariful Molla ও Sk. Soriful এবং আমার পিতা Sekh Nurul Islam Molla ও Sk Nur Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী বিদ্যুৎ ভৌমিক,** পিতা শ্রী কানাই চন্দ্র ভৌমিক, **২)শ্রীমতী অপর্ণা ভৌমিক,** স্বামী শ্রী বিদ্যুৎ ভৌমিক, উভয়ের সাকিম পূর্ব ঠাকুরাণীচক, ঠাকুরাণীচক, খানাকুল, হুগলী-৭১২৬১৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০২৩ সালে এ.ডি.এস.আর., খানাকুল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07040/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী প্রশান্ত মাইতি,** পিতা ৺বলাই মাইতি, সাকিম ধান্যঘোরী, বন্দর, খানাকুল, হুগলী-৭২১২১২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি ১)বিগত ইং ১০/০৬/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-05262/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রীতম ঘোড়ুই** পিতা শ্রী ধনঞ্জয় ঘোড়ুই, সাকিম কাকনান, বন্দর, খানাকুল, হুগলী-৭২১২১২, মহাশয়কে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা খানাকুল, মৌজা কাকনান, ৫৫ নং জে.এল ভুক্ত, ক)সাবেক ১১৫৫ নং তথা হাল এল.আর. ৫১৬৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ২১৬০/২৫৯৮ তথা হাল এল.আর. ২৫২৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ১নং বিক্রেতার ৫ শতক তন্মধ্যে ০.১২৭৭ অংশে ০২.৮১১৪ শতক ও খ)সাবেক ১১৫৫ নং হাল এল.আর. ৫১৬৭ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ২১৬০/২৫৯৮ তথা হাল এল.আর. ২৫২৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ২নং বিক্রেতার ৫ শতক তন্মধ্যে ০.১২৭৮ অংশে ০২.৮১৩৬ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে ০৫.৬২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এবং ২)বিগত ইং ১০/০৬/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-05261/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল, ২)শ্রী জগদীশ মন্ডল,** উভয়ের পিতা শ্রী অমর মন্ডল, উভয়ের সাকিম ঘোড়দহ, খানাকুল, হুগলী-৭২১২১২, মহাশয়দ্বয়কে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা খানাকুল, মৌজা কাকনান, ৫৫ নং জে.এল ভুক্ত, ক)সাবেক ১১৫৫ নং তথা হাল এল.আর. ৫১৬৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ২১৬০/২৫৯৮ তথা হাল এল.আর. ২৫২৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ১নং বিক্রেতার ৫ শতক তন্মধ্যে ০.০৯১০ অংশে ০২ শতক ও খ)সাবেক ১১৫৫ নং হাল এল.আর. ৫১৬৭ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ২১৬০/২৫৯৮ তথা হাল এল.আর. ২৫২৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ২নং বিক্রেতার ৫ শতক তন্মধ্যে ০.০৯১০ অংশে ০২ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে ০৪ (চার) শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী প্রীতম ঘোড়ুই** পিতা শ্রী ধনঞ্জয় ঘোড়ুই, **২)শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল, ৩)শ্রী জগদীশ মন্ডল,** উভয়ের পিতা শ্রী অমর মন্ডল, উক্ত খরিদা সম্পত্তি তাহাদের নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও খানাকুল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি - **শ্রী প্রশান্ত মাইতি, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী চিত্রা দাস** স্বামী রমেন্দ্রনাথ দাস, সাকিম ময়নাডাঙ্গা, সিমলা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, ও **২)শ্রীমতী স্নিগ্ধা কর্মকার** স্বামী দেবাদিনাথ কর্মকার, সাকিম কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, উভয়ের পিতা ৺শক্তিপদ চন্দ্র, উভয়ের হাল সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৫/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00720/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(আলমগীর সরকার** পিতা মরহুম গোলাম নবী সরকার, সাকিম মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৫২৩ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৭১৬ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি, ষোল আনায় ১২৬ শতক তন্মধ্যে বিক্রেতাদ্বয়ের ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত ২/৩ অংশে ৮৪ শতক সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ১২/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03213/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রাজিয়া সুলতানা** স্বামী মহম্মদ শাহনওয়াজ আনসারী, সাকিম নশিপুর, বালাগাছি, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৫, হাল মটুকপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে ৪.৯৬ শতক বা কমবেশী ০৩ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এবং বিগত ইং ১২/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04740/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাবিনা ইয়াসমিন চৌধুরী,** স্বামী মরহুম মহম্মাদুল হক চৌধুরী, সাকিম পান্ডুয়া সাতঘরিয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে ৪.৯৬ শতক বা কমবেশী ০৩ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। একুনে উক্ত দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)রাজিয়া সুলতানা** স্বামী মহম্মদ শাহনওয়াজ আনসারী এবং **২)সাবিনা ইয়াসমিন চৌধুরী,** স্বামী মরহুম মহম্মাদুল হক চৌধুরী, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **আলমগীর সরকার, আমমোক্তার**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই জুন, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। সোমবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ জুন ২০২৬, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার

একাধিক অভিযোগে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার পাটুলির ত্রাস বাপ্পাদিত্য

১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে ১৪ দিন পুলিশি হেপাজত ও তারই শাগরেদ ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সৌরভ ঘোষকে ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে। তার বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জুলুমবাজির অভিযোগ আনা হয়েছে। শনিবার রাতেই পাটুলি থানার পুলিশ বাপ্পাদিত্যকে গ্রেপ্তারের পর কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৮৯(২)/১২১(এ)/৩৫১(২)/৩২৪(৪)/৩২৯(৩)/৩২৯(৪)/৩২৬(জি)/৬২/৩০৮(৫)/৩(৫) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। পাটুলি থানা সূত্রে খবর, শনিবার বিকেলে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সৌরভ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। এই সৌরভের বিরুদ্ধে থানায় এসে অভিযোগ করেছেন এক দম্পতি। মিতা পাল, দিব্যেন্দু ১১০ ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সৌরভ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা। ২০১৩ সালে ভাড়া দিয়েছিলেন মিতা দেবী। ভাড়াটিয়ারা বললেও ঘর খালি করেনি, ভাড়াও দেয় না। ভাড়াটিয়া দখল নিয়েছে ঘর। সৌরভ ও তার এক অনুগামী ফান্টার মদতেই তারা এমন করতে পেরেছে বলে দাবি দম্পতির। পাটুলি থানায় অভিযোগ করেন দম্পতি। এরপরই রাতে থানায় ডাকা হয় বাপ্পাকে।

সিন্ডিকেট তোলাবাজি, দাদাগিরি, হুমকি, এমন একাধিক অভিযোগ রয়েছে বাপ্পাদিত্যের বিরুদ্ধে। এদিকে সূত্রে খবর, শনিবারের গ্রেপ্তারির পরে রবিবার পাঁটুলির দুঁদে কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে আদালতে তোলার কথা থাকলে থানার বাইরে ডিম হাতে অপেক্ষা করতে দেখা যায় একাধিক সাধারণ মানুষকে। বাপ্পাদিত্যের শাগরেদ সৌরভ ঘোষকে লক্ষ্য করে ছোড়াও হয় ডিম। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই বাপ্পাদিত্যকে একপ্রকার টানতে টানতে থানা থেকে বের করা হল। চলল ডিমের বৃষ্টি। পুলিশের গাড়ির মাথায়ও পড়ে কিছু।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রথমে বিজেপি করতেন বাপ্পাদিত্য। এরপর ২০১০ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন। ২০১৫ সালে পুরভোটে জিতে ১১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হন তিনি। ২০২১ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য পুরসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তৃণমূল কাউন্সিলরদের মুখ্য সচেতক পদে ছিলেন বাপ্পাদিত্য। ২০২১ সালের ভোটের পরে বিজেপির লোকজনের বাড়িতে বাপ্পার লোকজন ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতাদের দাবি, বাপ্পাদিত্য ছাড়া গণেশ মণ্ডল, শম্ভু মণ্ডল ইত্যাদি তৃণমূল নেতা ছিল। তাছাড়া এলাকায় বাড়ি করতে গেলে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে এই বাপ্পাদিত্যের বিরুদ্ধে।

পাশাপাশি এই বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এবং তাঁর শাগরেদ সৌরভ সহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এলাকায় রীতমতো 'ত্রাস' চালানোর অভিযোগ তুলছেন পাটুলির মানুষ। পাটুলি বি ব্লকে গেলেই নজরে আসবে কলকাতা পুরসভার ১০১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্যের প্রাসাদোপম বাড়ি। উডেন ফলস সিলিং থেকে দামি ইন্টেরিয়র। কাউন্সিলরের এই ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধির পেছনে আসলে রয়েছে তোলাবাজির টাকা, এমনটাই জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, প্রতি কনস্ট্রাকশনে কাঠা পিছু টাকা ধরা থাকত বাপ্পাদিত্যর। তবে পুরপিতার থেকে নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার জন্য কেউ গেলে কোনওরকম সহযোগিতাই পাওয়া যেত না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। টাকা দিলে তবেই মিলত সাহায্য। তবে নানা ঘটনায় নিজের ব্লকের ত্রাস হয়ে উঠছিলেন এই বাপ্পাদিত্য। এছাড়া, পাটুলি এলাকায় শুধু নিজের ওয়ার্ডে নয়, পাশের ১১০ নং ওয়ার্ডেও ছিল বাপ্পাদিত্য এবং তার সিন্ডিকেটের দাপট। বেআইনি জবরদখল শুধু নয়, সেই দখলের মীমাংসার নামে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করার অভিযোগও রয়েছে বাপ্পাদিত্য, সৌরভ-সহ সব শাগরেদদের বিরুদ্ধে। এমনকী রয়েছে বাড়ির মালিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও। একইসঙ্গে বিল্ডিং প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করার ক্ষেত্রে ১৪ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল বাপ্পাদিত্য এমনটাই দাবি স্থানীয় এক পরিবারের।

আবর্জনা ফেলার বালতি মজুত করে রাখার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভা থেকে সাধারণ মানুষদের জন্য দেওয়া আবর্জনা ফেলার বালতি মজুত করে রাখার অভিযোগ উঠল কলকাতার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণা সিংহের বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গত চার বছর ধরে স্থানীয় এক কারখানার খোলা জায়গায় ওই বালতি মজুত করছিলেন কৃষ্ণার অনুগামীরা। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' লেখা স্টিকার লাগানো সব ক'টি বালতির গায়ে। বর্জ্য ফেলার জন্য সাধারণ মানুষকে ওই বালতিগুলো দেওয়ার কথা। স্থানীয়দের দাবি, পুরসভার তরফে এলাকাবাসীর জন্য ওই বালতি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সব বালতি বিলি করেননি স্থানীয় কাউন্সিলর। তবে কেন ওই বালতি মজুত করে রাখা হয়েছিল, তার কোনও উত্তর মেলেনি।

সাধারণত নীল এবং সবুজ; দুই রঙের আবর্জনা ফেলার বালতি বিলি শুরু করেছিল পুরসভা। কঠিন এবং ভেজা বর্জ্যের জন্য পৃথক বালতি। সেখান থেকে কিছু বিলি করা হলেও এখনও ওই কারখানায় দেড় থেকে দু'লক্ষ বালতি রাখা আছে বলে

অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও বালতি মজুত করে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করেন কৃষ্ণা। রবিবার বেহালা এলাকার এক কারখানার মালিকের দাবি, গত চার বছর ধরে সেখানে বালতি মজুত করছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুগামীরা। তবে কিছু বালতি ইতিমধ্যেই তাঁর কারখানা থেকে সরানো হয়েছে। আরও কিছু রয়ে গিয়েছে। সেগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বার বার স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে দরবার করেও লাভ হয়নি বলে দাবি ওই কারখানার মালিকের। বেহালার ওই এলাকায় 'সিংহ' পরিবারের দাপট রয়েছে। কৃষ্ণা নিজে ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাঁর ভাই অমিত সিংহ। আর তাঁদের বাবা তারক সিংহ ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এছাড়াও তিনি কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদের (নিকাশি) পদেও ছিলেন। যদিও দিন দুয়েক আগে সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন তারক। দল এবং কলকাতার সদ্যপ্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে পদ ছাড়েন তিনি। তবে সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়নি। তার মধ্যেই মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ। সেই সব মিলিয়ে কলকাতা পুরসভায় টালমাটাল অবস্থা চলছেই। নানা অভিযোগে গ্রেপ্তার হচ্ছেন একের পর এক তৃণমূল কাউন্সিলরও। সেই আবহে এবার তারকের কন্যার বিরুদ্ধে পুরসভার আবর্জনা ফেলার বালতি মজুত করে রাখার অভিযোগ উঠল।

এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন, 'যে বালতিগুলি ওখানে রাখা ছিল, তা বরো ১৩-র সাতটি ওয়ার্ডের। পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক এই বালতিগুলি সেখানে রেখে গিয়েছেন। সোমবার ওই আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। সেখানেই বালতিগুলি সরিয়ে নেওয়ার কথা বলব।' সঙ্গে তিনি এও জানান, 'এটা জানা উচিত, পুরসভার কোনও জিনিস বণ্টনের দায়িত্ব কাউন্সিলরের হাতে থাকে না। পুরসভার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দায়িত্বে থাকে কোথায় কী যাবে। তাই এটা বলা ঠিক নয় যে, আমি ওখানে বালতি রেখে এসেছি।'

ফের যাত্রা শুরু হালিশহর রামধনু হেঁশেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অভুক্ত অসহায় মানুষজনের কথা ভেবে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর চৌমাথায় ২০১৮ সালের শেষের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছিল রামধনু হেঁশেলের। হেঁশেলের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন যুব সমাজের আইকন সুদীপ্ত দাস। বর্তমানে তিনি বীজপুরের বিধায়ক। অভুক্ত মানুষজনের জন্য তৈরি এই হেঁশেলের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন ভাটপাড়ার তৎকালীন বিধায়ক ও পুরপ্রধান অর্জুন সিং। অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী সুদীপ্তের বাবা বাসুদেব দাস প্রতিদিন সকাল ন'টা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত হেঁশেলে সময় কাটাতেন। অভিযোগ, ২০২১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দরিদ্র মানুষজনের সেই আহারস্থল বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। হেঁশেল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় প্রচন্ড ভেঙে পড়েছিলেন বিধায়কের বাবা বাসুদেব দাস। অবশেষে নতুন সরকারের আমলে রবিবার থেকে ফের চালু হল 'রামধনু হেঁশেল'। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়কের বাবা বাসুদেব দাস বলেন, বড়ই আনন্দের দিন। প্রথমদিনেই শতাধিক অভুক্ত মানুষ তৃপ্তি করে আহার করেছেন। পুরনো মুখদের অনেকেই এদিন হাজির ছিলেন। বাসুদেব বাবু জানান, এদিন মেনুতে ছিল, ভাত-ডাল, তরকারি, আলু ভাজা, রুই মাছের ঝোল, চাটনি, পাপড় ও মিষ্টি। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে তৃণমূলের নেতাদের ইন্ধনে রামধনু হেঁশেল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে বিধায়কের বাবা বলেন, যারা হেঁশেল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেউই হাজির হননি। আসলে সামনে আসার মতো মুখ তাঁদের নেই। হেঁশেল চালাতে অর্থের যোগান নিয়ে বাসুদেব দাস ও অধীর রায় বলেন, অচেনা মানুষজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

কলকাতায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান (২০২৬)-এ অংশগ্রহণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ছবি- অদিতি সাহা

কুমার শানুর মুখে বিজেপি সরকারের প্রশংসা, রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পালাবদলের পর রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে এবার নতুন করে চর্চায় উঠে এলেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী কুমার শানু। রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা।

নেপালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কুমার শানু বলেন, উত্তরবঙ্গে নতুন সরকারের আমলে দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়েছে এবং আগামী দিনে উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। বর্তমান প্রশাসনের কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে এখন উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে শিল্পী বলেন, দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগোচ্ছে এবং সরকারের একাধিক পদক্ষেপ তাঁর কাছে ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়েছে। পাশাপাশি তিনি মন্তব্য করেন, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশই উপকৃত হয়েছে।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রাক্তন শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজি ও সাংস্কৃতিক জগতে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, সেই সময় কুমার শানুর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। সম্প্রতি টলিউডের একাংশ থেকেও প্রাক্তন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর প্রকাশ্যে এসেছে।

পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে নিউটাউনে ইসকনের সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: প্রকৃতিকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখার বার্তা নিয়ে নিউটাউনে একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করল ইসকন। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে অনুষ্ঠিত এই র‍্যালিতে অংশ নেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবং পীযূষ কানোরিয়া। র‍্যালি শুরুর আগে নিউটাউনের ইসকন রাধা কৃষ্ণ মন্দিরে বিশেষ পুজো ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। সেখানে পুজো অর্চনা শেষে সাইকেল র‍্যালির সূচনা করেন অতিথিরা। পরে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবং বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া নিজেও সাইকেল চালিয়ে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় ২০০ জন সাইকেল আরোহীকে নিয়ে র‍্যালি শুরু হয়।

নোয়াপাড়ায় জমি দখল সবচেয়ে বড় সমস্যা: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতারাঙ্গী মোড়ে তাঁর এমএলএ অফিসে রবিবার জনতার দরবার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। নানা সমস্যা নিয়ে এলাকার মানুষজন জনতার দরবারে হাজির হয়েছিলেন। মন দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং সমস্যা সমাধানেরও তিনি আশ্বাস দেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, মানুষের অভাব-অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে। তিনি বলেন, বাড়ি দখল, মারধর-সহ নানান ধরনের সমস্যা নিয়ে এদিন মানুষজন হাজির হয়েছিলেন। তবে এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা জমি দখল। তৃণমূলের জমি হাঙর কালী, নন্দু, আকাশ সিং রায় এঁরা নকল নথি বানিয়ে অনেকের জমি দখল করেছে। তাঁর অভিযোগ, হালিশহরের নূর, চাঁদু এঁরা তো নকল নথি বানানোর মাস্টার মাইন্ড। প্রসঙ্গত, এদিন গারুলিয়া পুরসভার সন্নিকটে নিজের কার্যালয়ে জনতার দরবার কর্মসূচিতে তিনি হাজির ছিলেন। গারুলিয়ায় মন্ত্রী বলেন, ঘর দখল, তোলাবাজি-সহ সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরপর গারুলিয়ার কোর কমিটি সমস্ত অভিযোগ নিয়ে আলোচনায় বসবেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, যারা বেআইনি কাজ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেটিয়ার দিঘির পাড়ে গজিয়ে ওঠা তৃণমূলের কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হালিশহর দিঘির পাড় এলাকায় ২০২১ সালে আচমকা গজিয়ে ওঠে তৃণমূলের কার্যালয়। অভিযোগ, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মদন বিশ্বাস এবং তাঁর বন্ধু সুমন দে বলপূর্বক ওখানে পার্টি অফিস গড়ে তোলেন। এলাকাবাসীর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, দিঘির ঘাটে প্রবেশের মুখে তৃণমূলের কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে সোচ্চার হন দিঘির পাড় এলাকার বাসিন্দারা। সম্প্রতি তাঁরা জেটিয়া পঞ্চায়েত এবং জেটিয়া থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। রবিবার বেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জেটিয়া থানার পুলিশ ওই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। প্রশাসনের এহেন ভূমিকায় খুশি দিঘির পাড় এলাকার বাসিন্দারা। বিজেপির নৈহাটি গ্রামীণ মণ্ডল-৩ সভাপতি মানস পাণ্ডে বলেন, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলে সম্প্রতি এলাকাবাসী সরব হয়েছিলেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং থানায় তাঁরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন। এদিন প্রশাসনের উপস্থিতিতে সেই অবৈধ নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মানস বাবু জানান, জেটিয়া অঞ্চলের সমস্ত দুর্গা প্রতিমা দিঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু দিঘিতে প্রবেশের মুখে ২০২১ সালে রাতারাতি তৃণমূলের পার্টি অফিস গড়ে তোলা হয়েছিল। ফলে প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত সদস্য মদন বিশ্বাস এবং তাঁর বন্ধু সুমন দে ওই কার্যালয়টিকে পরিচালনা করতেন। এলাকাবাসী ওই অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। এদিন প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে, ওই কার্যালয়টিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

খাবারের গুণগত মান যাচাই করতে মা আহারে খেলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবাসরীয় দুপুরে বেহালা এলাকার একটি মা আহারে ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার খেলেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। খাবারের মান খতিয়ে দেখতে আচমকাই বেহালার এক 'মা আহার' স্টলে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। সেখানে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখার পাশাপাশি লাইনে দাঁড়িয়ে একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজ সারলেন মন্ত্রী। খেয়ে তৃপ্তিও প্রকাশ করেছেন বিধায়ক। রবিবার একটি রক্তদান শিবির থেকে ফেরার পথে মা আহারের স্টলে জায়গায় দাঁড়ান বিধায়ক। মাত্র ৫ টাকায় এই খাবার মিললেও গুণমানে যে তা অতুলনীয় তা স্বীকার করে নিয়েছেন ইন্দ্রনীল।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ নবান্ন থেকে ঘোষণা করেন মা ক্যান্টিন এর নতুন নাম হবে মা আহার। আগে ৫ টাকায় ডিম ভাত পাওয়া যেত। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পরেই খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয় মাছও। এখন থেকে মা আহারে দেওয়া হচ্ছে ভারতের সঙ্গে ভাত, যার দামও ৫ টাকাই।

মেট্রোর অপেক্ষায় আমতলা, জোকা থেকে সম্প্রসারণের দাবিতে সরব সাধারণ মানুষ

দেবাশিস দে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র আমতলাকে জোকা মেট্রো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার দাবিতে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে স্থানীয় মানুষের আওয়াজ। সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও নিত্য অফিসযাত্রীদের দাবি, জোকা থেকে অবিলম্বে আমতলা পর্যন্ত মেট্রো রেল সম্প্রসারণ করা হোক। তাঁদের মতে, দ্রুত জনবসতি বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান যানজটের পরিস্থিতিতে এই প্রকল্প এখন সময়ের দাবি।

স্থানীয়দের বক্তব্য, কার্যত দক্ষিণ শহরতলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয়েছে আমতলা। এই শহরকে ঘিরে আশপাশের অন্তত চার থেকে পাঁচটি ব্লকের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আবর্তিত হয়। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশাসনিক নানা কাজে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কিন্তু সড়কপথের তীব্র যানজট এবং দীর্ঘ যাত্রাসময়ের কারণে নিত্যদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের।

আমতলার ব্যবসায়ীদের দাবি, কলকাতার সঙ্গে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মেট্রো সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের মতে, এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে। এলাকার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, উচ্চশিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য তাঁদের নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘ যানজট ও অনিয়মিত বাস পরিষেবার কারণে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ মিস করতে হয়। তাঁদের দাবি, আমতলা পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারিত হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া সরাসরি উপকৃত হবে।

একই সুর শোনা যাচ্ছে নিত্য অফিসযাত্রীদের মুখেও। প্রতিদিন কর্মসূত্রে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় যাতায়াতকারী মানুষের অভিযোগ, আমতলা থেকে শহরে পৌঁছতে প্রায়শই অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়। যানজট, দুর্ঘটনা বা আবহাওয়ার সামান্য প্রতিকূলতায় সেই দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়। তাঁদের মতে, মেট্রো পরিষেবা চালু হলে যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমবে এবং কর্মজীবনের চাপও অনেকটা হ্রাস পাবে।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, আমতলার জনসংখ্যা এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে আধুনিক গণপরিবহণের পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। তাঁদের আরও অভিযোগ, এলাকার সাংসদ এই গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক উদ্যোগ নেননি। নবনির্বাচিত বিধায়কের ভূমিকাও এই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট নয় বলে দাবি স্থানীয়দের।

সাধারণ মানুষের আবেদন, রাজ্য সরকার অবিলম্বে কেন্দ্র সরকারের কাছে জোকা থেকে আমতলা পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের একটি কার্যকর প্রস্তাব পেশ করুক। উল্লেখ্য, জোকা থেকে প্রায় ১.৭ কিলোমিটার দূরে পৈলানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি ভবনের গেট পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের অনুমোদন ইতিমধ্যেই মিলেছে। সেই প্রেক্ষাপটে স্থানীয়দের দাবি, পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ৯ কিলোমিটার সম্প্রসারণ করে মেট্রো পরিষেবা আমতলা পর্যন্ত নিয়ে আসা হোক। তাঁদের বিশ্বাস, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

সম্পাদকীয়

বেআইনি দখলদারিমুক্ত অভিযান নিয়ে রাজ্যের বিরোধীদের চোখের জল পুরোটাই 'কুম্ভীরাশ্রু'

পছন্দের মানুষ বা জনসমষ্টিকে খুশি করা। আর এভাবে তোষণের রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখা। কী কংগ্রেস, কী বাম, কী তৃণমূল -- এটাই ছিল এই রাজ্য শাসনের ট্র্যাডিশন গত ৭০ বছরের। আশার কথা, সেই পর্ব এতদিনে চুকেছে। রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। আর প্রশাসনের রাশ হাতে নিয়েই একের পর এক কড়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। তার মধ্যে অন্যতম হল রাস্তা থেকে ফুটপাত, রেল স্টেশন থেকে পার্ক বেআইনি দখলদার মুক্ত করা। এছাড়াও সরকারি জমি ও জায়গা থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ করা। গোটা বাংলা জুড়ে এখন চলছে এই কর্মযজ্ঞ। এই কাজ শুরু হতেই খুশি সাধারণ মানুষ। তারা দু'হাত তুলে সমর্থন করেছেন সরকারকে। কারণ, এই বেআইনি দখলদারদের জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জনজীবন। তৃণমূল আমলে এই দখলদারির প্রবণতা আরও বেড়েছিল। কিন্তু এবার প্রশাসন কড়া হতেই সুড়সুড় করে সরতে শুরু করেছে দখলদাররা। অনেকে তো সরকারি জমি, জায়গাতেও রীতিমতো ঘরদোর বানিয়ে ফেলেছিল। সে সব জায়গায় শুরু হয়েছে বুলডোজার অভিযান। আর এই অভিযান শুরু হতেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। শুরু হয়েছে মায়াকান্না। কিছু জায়গায় উচ্ছেদ হওয়া দখলদারদের নিয়ে মিটিং, মিছিলও হচ্ছে। তাদের দাবি, চাই পুনর্বাসন। উচ্ছেদের আগে চাই পুনর্বাসন। এটাও আসলে লোকদেখানে দরদ। এভাবে সস্তা রাজনীতি আর কতদিন চলবে? যদি এদের গরিব মানুষের প্রতি সত্যিই দরদ থাকতো, তাহলে আজ এই মানুষগুলোকে রাস্তায় বসতে হতো না। কর্মসংস্থানের দায়িত্ব তো সরকারের। স্বাধীনতার এত বছর পরও রাজ্যে কেন কর্মসংস্থানের এই হাল? কেন এত বেকারত্ব? এতদিন তো আর রাজ্যে বিজেপির সরকার ছিল না। কেন্দ্রেও তো গত বারো বছর বাদ দিলে বেশির ভাগটাই কংগ্রেসি জমানা। এই দায় তাদেরই নিতে হবে, যারা এতদিন রাজ্য শাসন করেছে। ফলে উচ্ছেদ হওয়া দখলদারদের নিয়ে বিরোধীদের এই চোখের জল পুরোটাই কুম্ভীরাশ্রু।

শব্দছক ১৮২

রবি দাস

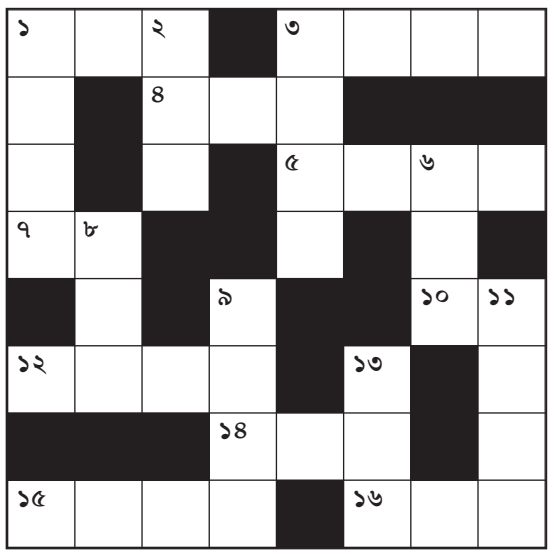

পাশাপাশি: ১. মোটা শীতবস্ত্র ৩. মানুষ জন্মাবার দিন ৪. চাপরাস ৫. যার প্রতি কোন দাবী নেই ৭. সম্প্রদায় ১০. লাউ ১২. বিদ্যার দেবী ১৪. যে ঈশ্বর ঝগড়া লাগাতে পটু ১৫. অত্যন্ত ওজনদার ১৬. নাশশীল

ওপর-নিচ: ১. অনেক পিঁয়াজযোগে মাংস রান্না ২. নিকৃষ্ট মানের ব্যক্তি ৩. মেথর ৬. হীরে ৮. চোর ৯. সতীত্ব রক্ষাকারী নারী ১১. যা নিবারণ করা যায় না ১৩. কামনার অধিদেবতা

সমাধান ১৮১ — পাশাপাশি: ১. প্রতিদান ৪. কোরাস ৬. জান ৭. বহাল ৯. সমভাবাপন্ন ১১. তিমির ১৪. চাকর ১৬. বাতাসবহুল ১৯. রলাম ২০. দাম ২১. সাহস ২২. দোহনীয়

ওপর-নিচ: ১. প্রজাপতি ২. তিন ৩. নবম ৪. কোলবা ৫. সম্পন্ন ৮. হাভাত ৯. সর ১০. পথিক ১২. মিত্রতা ১৩. অবলা ১৪. চাল ১৫. রক্তময় ১৬. বাতাসা ১৭. সরস ১৮. হুমদো ২০. দানী

আজকের দিন

■ **১৯৪৮** — এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

■ **১৯৩৬** — ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার পরিষেবার নাম বদলে অল ইন্ডিয়া রেডিও হয়।

■ **১৯৫৩** — আদালতের রায়ে, ওয়াশিংটন ডিসি-র রেস্তোরাঁগুলো কৃষ্ণাঙ্গ গ্রাহকদের খাবার পরিবেশন করতে আইনত অস্বীকার করতে পারবে না।

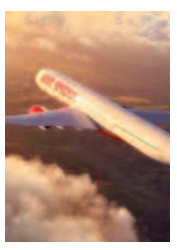

জন্মদিন

শিল্পা শেঠি

১৯২৭ *বিশিষ্ট দার্শনিক স্বামী পার্থসারথির জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডিম্পল কাপাডিয়ার জন্মদিন।*

১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শিল্পা শেঠির জন্মদিন।*

ডিম: গণতন্ত্রের পারদমিটার

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রাজনৈতিক দেওয়াল লিখনে যেদিন প্রথম চোখে পড়েছিল ' ডিম্বাত' সেদিন আরো নিশ্চিত হয়েছিলাম বাঙালির একটা ডিম প্রীতি আছেই আছে। তৃণমূল কংগ্রেস নতুন বানান দুর্নীতি করে সৃষ্টি করেছিল ' ডিম্বাত' শব্দবন্ধ। ডিম্বাতের ডিমান্ড কিন্তু দারুণ ছিল! ওই ডিম্বাতটাইতো ব্রিগেড থেকে খেলা হবে ডিজে সবের আসর বসাতো। বাঙালি ডিম পছন্দ করে, তবে ডিম্বাত যে কেবলমাত্রই রাজনৈতিক রেসিপি তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। ডিম বিলাসিতা আমাদের কম নাকি? আজকে যখন রাজনীতির প্রতিবাদী কণ্ঠ গালিগালাজ নয়, ধিক্কার নয়, কালো কাপড়ও নয়। প্রতিবাদের বিক্ষোভের বিরক্তির একটাই ভাষা -ডিম। পচা হলে আরো ভাল; নাহলেও ভাল। ডিম তত্ত্ব ডিম সমাচার বাঙালির বহুকালের বহুমাত্রিক। প্রতিশ্রুতিগুলো যখনই ' ঘোড়ার ডিম' হতেই থাকে, মানুষ অপেক্ষা করে কবে সুযোগ আসবে। সময় বদলাবে। বদল হতেই ডিম ছুঁড়ে মারার পালা। ডিম পোচ থেকে ডিম সিদ্ধ, আমরা অমলেটকে বলি মামলেট। মামলেট না বললে স্বাদটা যেন খোলে না। ঠিক তেমনই ডিম না ছুঁড়লে মানুষের বিক্ষোভ জমেনা। ডিম আমাদের শুধুমাত্র পাতেই না, আমাদের ভাষা জাত্যাভাসে ডিমের ছড়াছড়ি। ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাশে- পরিশ্রম করবে একজন আর সুবিধা পাবে অন্য কেউ। দেখুনতো! পশ্চিমবঙ্গের জন্য সত্যিই খাঁটি। সব মানুষ দিদির জন্য ভোট দিল এতকাল। ২৯৪ আসনে দিদিই প্রার্থী। কত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী মুরগী হল। শেয়ানা স্থানীয় নেতারা লুটেপুটে কোটি কোটি টাকার মালিক প্রাসাদ বানাল। তাই তো ডিম প্রতিবাদ আজ মানানসই। প্রবাদ বলে- সোনার ডিম পাড়া হাঁস। তৃণমূল কংগ্রেস এতকাল সংখ্যালঘুএবং মহিলা ভোট ব্যাঙ্ককে তেমনই মনে করত। নিয়মিত নির্বাচনী ফয়দা তুলে যাবে কিন্তু মানুষকে আরো পিছিয়ে দেবে, এইতো ছিল মতলব। তাই আজ যদি ডিম বিক্ষোভ চলে- তাতে যে অসম্মান শোধের স্বাদ মানুষ পাচ্ছে তা ডবল ডিমের মামলেটের চাইতেও বেশী। আরো একটা জনপ্রিয় প্রবাদ আছে আমাদের ভাষা পাতে, তাহল, সব ডিম একপাত্রে রাখতে নেই! তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু এই ভুলটাও করে গেছে দিনের পর দিন। ওরা সব সম্ভাবনা পুঁজি মানবসম্পদকে একজোটে আঁশটে দুর্নীতির সাথে যুক্ত করেছে। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি থেকে পাড়ার ক্লাব, কলেজ ইউনিট থেকে শিল্প জগত, তুলির রঙ থেকে গানের শব্দ কবিতার ব্যঞ্জনা সবেতেই একটাই সম্ভাবনা তৈরী করেছিল- হয় তৃণমূল, নয় তৃণমূল। তৃণমূলের কোনও বিকল্প নেই। তৃণমূল রাজনীতি করলেই তোমার ভাত জুটবে। এতো রাজনৈতিক অভ্যাসে বড় বিনিয়োগ। তাই সব ডিম একপাত্রে রাখার প্রতিক্রিয়াতে আজ সময় বদল হতেই ডিম বিক্ষোভ। ডিম আজ আর স্বাদ নেই, সে আজ শ্লেষ। ঘোড়ার ডিমের উন্নয়নের জন্যই আজ ডিমের মার খাচ্ছে কেষ্ট বিষ্টু সবাই। ডিমতো একটা সম্ভাবনা। আমরা যখন বলি, ডিমে তা দেওয়া চলছে- তা এক উত্তম সম্ভাবনাযোগ। ভাল কিছুর জন্য অপেক্ষা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে ডিম তখন আমাদের মনে। ডিম যে এইরূপে এত রঙে আসতে পারে, তা মাথাতেই আসত না যদি এই ডিম ছোঁড়ার ট্রেইন্ড না দেখতাম। যদিও এ কোনো নতুন ট্রেইন্ড নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এমন সচরাচর দেখিনা। কিন্তু এ রীতি বহুকালের। ক্ষমতার লোভে ভারে মোহে মানুষ যখন অমানুষ হয়, তখন ডিম ছুঁড়লে সেই কাঁচা ডিমের পচা ডিমের আঁশটে বিদঘুটে গন্ধটাই তার মাথার গ্রে ম্যাটারে আঘাত করে। তাকে মনে করায়, সে গনতন্ত্রের নামে প্রহসন করেছে। রাজনৈতিক কুসুম একটা প্রতিবাদ। জুতো ছুঁড়লে তা অসম্মান, পাথর ছুঁড়লে তা অন্যায় নিষিদ্ধ নিষ্ঠুরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যাস। বোমা ছুঁড়লে তা রাষ্ট্র বিরোধিতা সন্ত্রাস। মানুষ যখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে তখন ডিমটাই একমাত্র অস্ত্র। জোরালো ক্ষোভ। অনেক মানুষ ক্ষেপে উঠলে তবেই ডিম ছোঁড়ার পালা আসে। রাস্তায় যারা রক্ত চোখের জল ঝরায় তারাই প্রতিবাদে ডিমের চ্যাটচ্যাটে অ্যালবুমিন কুসুম নিক্ষেপ করে। অনেক সময়ই আমরা হাসি, সত্যিই এক ঝলকে হাসি পায়। চোখের উপর প্যাতপ্যাত করছে খানিক ডিম, একটুকরো খোলা কানের পাশে কলকে ফুলের মত লেগে, জামায় আঁশটে ডিম পেস্ট - কালকের রঙবাবু আজ ভিজে বিড়ালের মত ডিম থৈ থৈ হয়ে গুঁতো খাচ্ছে। আগে হো হো হেসে; তারপর ভাবি। এ এক বহুমাত্রিক ছবি। খোসলের মত ভঙ্গুর রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি এই ভাঙা ডিম। এই ব্যঙ্গের সাথে যে গন্ধ যা বেশী সময় পর গা গুলিয়ে তোলে- তা যেন সত্যিই দুর্ভোগময় পচা সময়ের রূপক। জুতো পেটা রাস্তাতেই ঝেড়ে ফেলা যায়। ডিম কিন্তু সারা গায়ে বয়ে চলে। জামা জুতো চুল সর্বত্র যত্রতত্র ডিম তার নির্লজ্জ অসভ্য বিরক্তিকর উপস্থিতি জানান দেয়। যেন দীর্ঘ মজবুত এক পালটা রাজনৈতিক অপমান। এক ছাপ ফেলে রাখা প্রত্যাঘাত এই ডিমের মার। শরীরে আঘাত নেই, কিন্তু অসম্মানের আঘাতটা মাথা হেট করাবেই, যদি কেউ সামান্য হলেও মানুষ হয়। গনতন্ত্রের থার্মোমিটার ডিম। আজ পেটি পিছু ডিমের মূল্যবৃদ্ধি। তারপরেও মানুষ না খেয়েও সেই ডিম দুর্নীতিবাজ নেতার গায়ে মারছে। মানুষ জানেন, তাঁদের হাতে আইন নেই প্রশাসনিক জোর নেই। কিন্তু ডিম আছে। ক্ষোভের উল্লাস- এওতো এক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কোন। এতদিন যত অত্যাচার, দুর্নীতি, সেক্সটরসান যা কিছুই হল- তার জন্য অনেক জুতো লাগত। পেটাবার জন্য। অনেক জুতোর সাথে একরেখায় থাকতে পারে একটা ডিম। একাধিক হলেতো কথাই নেই। ডিম ভাঙে, ভেঙে দেয় দম্ভ মেজাজ রঙবাজি চোখরাঙানি। যা সার্বিক দশা, মানুষের যে ধরনের পুঞ্জীভূত রাগ, তা থেকে এটাই মনে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সাথে ডিম প্রতিরক্ষা টিম রাখতে হবে। মানুষ ডিম ছুঁড়বে, প্রতিরক্ষা টিম টপাপট তা ক্যাচ ধরবে। তবেই না থানায় আদালতে অভিযোগ করা যাবে ঠিক ক' খানা ডিম একজনের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে ছোঁড়া হয়েছিল। ডিমের সংখ্যা থেকে লম্পট দাপুটে নেতার রাজনৈতিক ওজন মাপাই যেতে পারে। ডিমের কোয়ালিটেটিভ ভ্যালুও একটা বিষয়। পচা ডিম , ভাল ডিম, মুরগির ডিম, হাঁস ডিম। এর থেকেও নেতার উপর বিক্ষোভের মূল্যায়ন তুলনামূলক আলোচনা ভবিষ্যতে করার আশা থাকবে। মজার কথা ছেড়ে, আসল কথা এটাই- পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দেউলিয়া হলেই এভাবে ডিম নিক্ষেপ হয়। যাঁরা অর্থনীতির মানুষ, বাজার বিশেষজ্ঞ যাঁরা- তাঁরা বলতে পারবেন কত লক্ষ টাকার ডিম শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভে নষ্ট হল। নষ্ট? প্রতিবাদ আসছে ডিম বিক্ষোভী জনতার থেকে। নষ্ট করল ওরা পশ্চিমবঙ্গকে। আজ ডিম নষ্ট করার হিসেব চাইলে তাও একরকম নষ্টামি। পচা রাজনীতির প্রত্যুত্তর অবশ্যই পচা ডিম। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কিন বলেছেন- আজকের একটা ডিম, কালকের একটা মুরগির চেয়ে অধিক উত্তম। ডিম যেমন পুষ্টি, ডিম যেমন অপেক্ষা, ডিম তেমনই বিক্ষোভ। যারা রাজনৈতিক পরিবেশে নোংরা গন্ধ ছড়াল তাদের উপর পচা ঘোলা আঁশটে ডিম নিক্ষেপ নিউ নর্ম্যাল। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ' নীল দর্পণ ' দেখার সময় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চের দিকে জুতো মেরেছিলেন। ফলে, জুতো ছুঁড়ব যখন তা আত্মসম্মানবোধে তীব্র আঘাত করে। ডিম ছুঁড়ব যখন তারা আমাদের পরিবেশ কলুষিত করে। ১৮৯৭ তে ড্রাকুলা উপন্যাসটি বেশ জনপ্রিয়। যার আইরিশ লেখক ব্রাম স্টোকার। পার্সোনাল রেমিনিসেন্সেস অব হেনরি আর্ভিং বইতে তিনি এক মজার ঘটনা লিখছেন। তিনি , তাঁর এক জনপ্রিয় রাজনীতিক বন্ধুর বিষয়ে আলাপচারিতায় লিখছেন--

-- আমি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি।

বন্ধু বলছেন--- জনপ্রিয়! গতরাতেই তো দেখলাম, লোকজন তোমার দিকে পচা ডিম ছুঁড়ছে...।

সে এবার খুব সন্তুষ্ট ভাবে উত্তর দিল--- ঠিক! কিন্তু আগে তারা ইঁট ছুঁড়ত।

ব্রাম স্টোকার নেহাতই মজার ছলে লিখছেন, কিন্তু এ এক কঠিন বাস্তব।ক্ষুব্ধ জনতা এক্সপ্লয়টেশনের কী উত্তর দেবে! দিনের পর দিন এক্সপ্লয়টেড। তাই ডিম ছোঁড়ো। আঘাত লাগুক সম্মানে। সামাজিক অবস্থানে। এই ধরনের প্রতিবাদকে বলে কার্নিভ্যালেস্ক প্রতিবাদ। এ এক জনরোষ। যেখানে মানুষ ভাষা হারায়। সহিংসতা করলে নেতা আর বাঁচবেই না। ফলে, এমন এক প্রতীকী নিক্ষেপ হোক যা ক্ষমতাকে তুচ্ছ বলে ঘোষণা করবে। ছোঁড়া ডিম ফেটে গিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ক্ষমতাকে। জনতার দয়ায় একজন পদে, দায়িত্বে, নামে। ডিম সেটা আবারও মনে করায়। রুশ চিন্তাবিদ মিখাইল বাখতিন মধ্যযুগীয় ইউরোপের কার্নিভাল বিশ্লেষণ করে কার্নিভ্যালেস্ক ধারনাটি ব্যপ্ত করেন। রাবেলেস এন্ড হিজ ওয়ার্ল্ড শিরোনামের বইটি যখন তিনি লিখছেন (১৯৪০) -- সেখানে দেখান ইউরোপ কার্নিভাল সময়ে সব উল্টে গেল। রাজা যাজক সবাই তখন হাসির খোরাক। ক্ষমতা যদি মর্যাদা ভাঙে তখন ডিম ছুঁড়তেই হবে। ডিম বড্ড নিরীহ বস্তু। জনতার মত। কিন্তু বিক্ষুব্ধ হলে তারমত নাছোড়বন্দাও কেউ হয়না। পচা ডিমটাও তেমনই নাছোড়বন্দা। ১৯৬০, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিকশনের উপর পর্যন্ত ডিম বিক্ষোভ হয়। তাই আজ তৃণমূলের ফল্টু বিল্টু মস্তান, মাছ চোর ত্রিপলচোর ডিমচোর ডিম্বাত শ্লোগানীরা নিজেদের বরং নিকশনের সমকক্ষ ভেবে আত্মতুষ্টির আয়োজন করতেই পারে। মন খারাপ হলে বিড়বিড় করাই যায়--

আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর। - সুকুমার রায়ের শেষ রচনা ছিল এটিই। আজব দুনিয়ার মেজাজ ধরা পড়ে এই কথায় শব্দে।

ঘোড়ার ডিমের রাজনীতি হলে ডিম বিক্ষোভ থাকবেই।

নবান্নে রাজনৈতিক সৌজন্যের নতুন দিগন্ত

প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের উপস্থিতি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাফল্য

সুনীল মাইতি

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে নবান্নে অনুষ্ঠিত রাজ্যের মেগা প্রশাসনিক বৈঠকে এক অভূতপূর্ব এবং ইতিবাচক মোড় দেখা গেল। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আহবানের সাড়া দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিরোধী দল এবং প্রধান বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলার সংসদীয় গণতন্ত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চলার তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ; কাদা ছোড়াছুড়ি এবং শাসক- বিরোধী চরম মুখ দেখাদেখি বন্ধের আবহকে এক লহমায় বদলে দিয়ে এই বৈঠকটি সম্পন্ন হল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে; তীব্র মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সমস্ত পক্ষকে একই প্রশাসনিক মঞ্চে নিয়ে আসতে পারা, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর এক মস্ত বড় প্রাথমিক এবং কৌশলগত সফলতা।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলার রাজনীতিতে এক ধরনের অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল; যেখানে শাসক এবং বিরোধী শিবিরের মুখোমুখি বসা দুরস্থান; সৌজন্য বিনিময়ের সুযোগও ছিল সীমিত। এই অচলাবস্থা ও রাজনৈতিক জড়তা ভেঙে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর 'নবান্নে' বিরোধীদের সসম্মানে ডেকে আনা এবং তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া প্রমাণ করে যে; সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় আলোচনার পথ কখনো রুদ্ধ হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী এই বৈঠকে যে প্রশাসনিক পরিপক্ক; ধৈর্য এবং উদারতা দেখিয়েছেন; তা দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের আপামর মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্বসুলভ ভাবমূর্তিকে বহুগুণ উজ্জ্বল করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে; অতীতেও মুখ্যমন্ত্রীদের কার্যকালের শাসক-বিরোধী সম্পর্কের ওঠাপড়া রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ; রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দীর্ঘ শাসনকালে বামফ্রন্টের সঙ্গে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত জটিল। জ্যোতি বসু সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা বজায় রাখতেন এবং বিধানসভায় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা সিদ্ধার্থ শংকর রায় বা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্তরে সৌজন্যের সম্পর্কে ছিল। কিন্তু কোনো বড় জেলা ভিত্তিক প্রশাসনিক পর্যালোচনায় বা নীতি নির্ধারণে বিরোধীদের ডেকে এনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদার করার প্রাতিষ্ঠানিক চল তৎকালীন বাম জমানাতেও সেভাবেই গড়ে ওঠেনি।

পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে এই দূরত্বের খেসারত রাজ্যকে দিতে হয়েছিল সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়। বুদ্ধদেববাবু শিল্পায়নের প্রশ্নে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার চেষ্টা করলেও; তা সঠিক সময়ে এবং সঠিক মঞ্চে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। ফলে তৈরি হয়েছিল এক চরম অবিশ্বাসের পরিবেশ; যা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। এমনকি পরবর্তী তৃণমূল জমানাতেও শাসক ও প্রধান বিরোধীদলের মধ্যে দূরত্ব এবং সংঘাত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে; নবান্নের কোনো প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের উপস্থিতি ছিল এক প্রকার অকল্পনীয়।অতীতে রাজভবন বা বিধানসভায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক হলেও 'নবান্ন' বা 'মহাকরণের' মতো প্রশাসনিক সদর দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে বিরোধীদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করার নজির এ রাজ্যে বিরল ।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই সময়োপযোগী উদ্যোগ এবং বিরোধীদের তাতে ইতিবাচক সাড়াকে দেখতে হবে। এই সফলতার পেছনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রভাব রয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি সম্মান..

মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর থেকেই শুভেন্দু অধিকারী দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের সব এলাকার সুষম উন্নয়নের কথা বলে আসছেন। এই বৈঠক প্রমাণ করে যে; তিনি স্রেফ বক্তৃতায় নয়; বাস্তবেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

উন্নয়নে রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠা

জেলাভিত্তিক বা রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক বৈঠকে যখন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প; কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এবং পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়; তখন সেখানে বিরোধী বিধায়ক বা প্রতিনিধিদের এলাকার দাবিদাওয়া উপেক্ষিত থাকলে আখেরে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই বৈঠকে বিরোধী প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ফলে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার অভাব- অভিযোগ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কান পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ সুগম হলো।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন

বাংলার আমজনতা দীর্ঘদিন ধরে যে উগ্র রাজনৈতিক হিংসা ও তিক্ততা থেকে অভ্যস্ত; তার বিপরীতে নবান্নের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃশ্য সমাজ এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে এক বিরাট স্বস্তির বার্তা পাঠিয়েছে।

তবে এই প্রাথমিক সফলতাকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে মুখ্যমন্ত্রীকে আগামী দিনেও এই ধারা বজায় রাখতে হবে। প্রথমত; বিরোধীদের এই অংশগ্রহণ যেন স্রেফ একটি বা দুটি বৈঠকের 'ফটো- অপারেশন' বা সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সীমাবদ্ধ না থাকে। বৈঠকে বিরোধী দলনেতা যে সমস্ত ঠিক আছে তো সুনির্দিষ্ট দাবি বা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দেন সেগুলোর উপর নিরপেক্ষ প্রশাসনিক তদন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। বৈঠকে বিরোধী দলগুলো যে সমস্ত নির্দিষ্ট দাবি বা এলাকাভিত্তিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে; সেগুলোর উপর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রকল্পের সুফল যেন রাজনৈতিক রঙ না দেখে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছায়; তা তদারকি করাও তাঁর অন্যতম বড় দায়িত্ব।

অন্যদিকে এই বৈঠকে বিরোধী নেতাদের অংশগ্রহণও তাঁদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। কেবল রাজপথে আন্দোলন নয়; প্রশাসনিক টেবিলে বসে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং নিজের এলাকার মানুষের অধিকার আদায় করাও যে একজন দায়িত্বশীল বিরোধী নেতার কাজ; তা এই বৈঠকের মাধ্যমে পুনর্বার প্রমাণিত হলো। নবান্নের এই বৈঠক, বাংলার দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের এক ইতিবাচক ইঙ্গিত। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা মমতা ব্যানার্জির জমানায় যা অধরা থেকে গিয়েছিল বা যে দূরত্বের কারণে অতীতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল; বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই প্রাচীন জড়তা ভেঙে এক নতুন এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন। নবান্নের এই প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের অন্তর্ভুক্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই সমন্বয়ী অবস্থান যদি আগামী দিনেও বজায় থাকে; তবে তা পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন ও সোনালী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর এইখানেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর দূরদর্শিতা; প্রশাসনিক দক্ষতা এবং প্রাথমিক সফলতার আসল সার্থকতা।

ছাত্রকে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে মেছোভেড়িতে মাছ লুঠের বাধা দেওয়াতে স্কুল ছাত্রকে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা স্থানীয় দুষ্কৃতীদের। রক্তাক্ত বছর ১৫ এর স্কুল ছাত্র সূর্য মণ্ডল আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা নীলরতন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মহকুমার নেজাট থানার বয়ারমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢেকনামারি পাঁচ নম্বর বস্তি মেছোভেড়িতে।

অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘেরির মালিক বিকাশ মন্ডলকে খুন করে মাছ লুট করতে আসে। সেই সময় আলাদারে মালিকের বদলে ঘুমোচ্ছিল বছর ১৫-এর একাদশ শ্রেণির ছাত্র সূর্য মণ্ডল। সে দুষ্কৃতীদের সাড়াশব্দ পেয়ে লুঠে বাধা দেয়। তখনই মালিক বিকাশ মণ্ডল ভেবে ওই ছাত্রকে এলোপাথাড়ি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করাহয়। তার শরীরে ১৮টি কোপের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। অত্যাস্ত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে ওই ছাত্র। তারপর স্থানীয় বাসিন্দা উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে তারপরে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ সত্যজিৎ জানা ও বিশ্বজিৎ জানা-সহ পরিতোষ জানা, বিপ্লব জানা ও শানু জানারা দুষ্কৃতী নিয়ে ওই মেছো ঘেরি লুঠ করার চেষ্টা করেছিল। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আক্রান্ত ছাত্রের পরিবার এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির আবেদন জানিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

রেলের জায়গা দখলমুক্তে বুলডোজার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের ধোপাপুকুর পাড়ে রেলের জায়গা দখলমুক্ত করতে অভিযান চালানো হয়। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় রেল বস্তির শতাধিক ঘর। একের পর এক ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘর ভেঙে যাওয়ায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়েছেন বেশকিছু পরিবার।

কাটোয়া শহরে বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া ধোবাপুকুর পাড়ে রেলের জায়গার ওপর বহু বছর ধরেই জবর দখল করে গড়ে উঠেছিল বস্তি। এইসব পরিবারের প্রায় সকলেই শ্রমিকের কাজ করেন। এবং মহিলারা পরিচারিকার কাজ করেন। বহু আগে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে এইসমস্ত পরিবারগুলি রুজি রোজগারের সন্ধানে উঠে এসেছিল।পরে এই জায়গা খালি করার পরিকল্পনা নেয় রেলবিভাগ।

জানা গিয়েছে, গত বছর ২৫ নভেম্বর রেলের তরফ থেকে এই কলোনি উচ্ছেদের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তখন ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বস্তি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে চলতি বছরের ২৮ মে ফের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তারপর পুনরায় ৩ জুন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। শনিবারের মধ্যে জায়গা খালি করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর দেখা যায় এদিন রেলের পক্ষ থেকে তিনটি বুলডোজার নিয়ে এসে ভেঙে দেওয়া হয় পুরো বস্তি। ১০৩টি বসবাসের ঝুপড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্ব সাইকেল দিবসে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুর বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে ঘাটালে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ঘাটাল এসডিও অফিস থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি ঘাটাল ব্লক বিডিও অফিস পর্যন্ত পরিক্রমা করে। পরিবেশবান্ধব যানবাহন হিসেবে সাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। র‍্যালিতে ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট ও ঘাটালের মহকুমাশাসক-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক, কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা নিয়মিত সাইকেল ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন ও পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানান।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, **নাগেশ্বর বিদ্যা তাপসবলি ফাউন্ডেশন**, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৩য়তল, ২১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ধারা ৮ পরিবর্তনক্রমে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে- শেয়ার দ্বারা সীমিত কোম্পানি -পরিবর্তিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৮(৪) (২) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ২১ এবং রুল ২২ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন করতে আগ্রহী।

কোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, এর নিকট রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইষ্টার্ন রিজিওন) অফিস, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ(৩০) দিনের মধ্যে আপত্তি সম্বলিত, যদি কিছু থাকে, নোটিশ পাঠাতে পারেন একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

নাগেশ্বর বিদ্যা তাপসবলি ফাউন্ডেশন এর পক্ষে

দীপিকা চৌহান
অতিরিক্ত ডিরেক্টর
ডিন : ১০৯৭৪৭৭৪

নবরত্ন দারজি
ডিরেক্টর
ডিন : ১০৭০৪৯০৭

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭ জুন ২০২৬

নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে হোটেলে গণধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাড়ি থেকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়া, মদের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অচেতন করা, তারপর হোটেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে ৩জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অভিযোগ, বুদবুদ থানা এলাকার অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে তারই পরিচিত এক তরুণী বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, এরপর একটি চারচাকা গাড়ির ভিতরে তাকে মদ্যপান করানো হয় এবং সেই মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়। নাবালিকা অসুস্থ ও অচেতন হয়ে পড়তেই তাকে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের কবিগুরু এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখানে রাজ মল্লিক, শেখ আজারুদ্দিন-সহ তিন যুবক মিলে নাবালিকার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার পর অভিযুক্তরা ওই নাবালিকাকে বুদবুদ বাইপাস এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এক টোটোচালক অসহায় অবস্থায় নাবালিকাকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেন। এরপরই পরিবারের সদস্যরা পুরো বিষয়টি জানতে পারেন এবং দ্রুত দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, 'বুদবুদ এলাকার সিমরান তামাং নামে এক তরুণী আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর মদের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে তাকে বেহুঁশ করে দেয়। এরপর তিন যুবকের হাতে তুলে দেয়। হোটেলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার মেয়ের ওপর গণধর্ষণ করা হয়। পরে তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।'

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে নির্যাতিতা দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

অন্যদিকে খবর পেয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিজেপির একটি মহিলা দল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাসপাতালে পৌঁছয় বিজেপি নেতা পারিজাত গাঙ্গুলিও। তিনি জানিয়েছেন, ওই ছাত্রীর সঙ্গে যা হয়েছে, তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। আগের সরকারে মহিলাদের ওপর নির্যাতন হলে বিচার পাওয়া যেতো না। কিন্তু রাজ্যে এখন বিজেপির সরকার। দোষীদের কঠোরতম শাস্তি হবে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। সকলকেই ধরা হবে। বিজেপি নেত্রী মনীষা সিকদার জানিয়েছেন, তারা পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরিবারের পাশে তারা রয়েছেন। প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। যারা যারা দোষী আছে সকলেই শাস্তি পাবে।

রক্তের খোঁজে দিশেহারা পরিবারের পাশে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সমাজে পুলিশের ভূমিকা শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নয়, প্রয়োজনে মানুষের জীবন বাঁচাতেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপদের মুহূর্তে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। এক ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হলে রক্তদানে এগিয়ে এলেন গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের এক এনভিএফ কর্মী। জানা গিয়েছে, গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত এক মহিলার জরুরি ভিত্তিতে ঙ্ক গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন হয়। রোগীর পরিবারের সদস্যরা চারিদিকে রক্তের খোঁজ চালিয়েও প্রয়োজনীয় রক্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারেও সেই মুহূর্তে রক্তের জোগান না থাকায় পরিবারের উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে গোপীবল্লভপুর থানার এনভিএফ কর্মী অমৃত কুমার দোলাই মানবিকতার পরিচয় দিয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসেন। তিনি গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁর এই উদ্যোগে রোগীর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে সুবিধা হয় এবং পরিবার স্বস্তি ফিরে পায়।

দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে চলা ওই মহিলার এমন কঠিন সময়ে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের এক কর্মীর এই মানবিক পদক্ষেপ সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, পুলিশের কাজ শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়, সমাজের বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। অমৃত কুমার দোলাইয়ের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান সেই দায়িত্ববোধ ও মানবিকতারই উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকল। এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং আরও মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের এই মানবিক ও জনমুখী ভূমিকারও প্রশংসা করছেন অনেকে। তাঁদের মতে, মানুষের প্রয়োজনে পুলিশের এই ধরনের তৎপরতা ও সহমর্মিতা সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলছে। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন।

তৃণমূল নেতাকে পুলিশে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভিডিওয় চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পিছনে জনতার গলায় 'চোর' স্লোগান। গায়ে কোনও জামা নেই। শুধু গামছা জড়ানো। সেই অবস্থায় ধুঁকতে থাকা এক তৃণমূল নেতাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলিশের কাছে। সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসা এমনই একটি ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল পড়েছে। সেটির সত্যতা যাচাই করা হয়নি। তবে ভিডিয়োতেই অনেককে বলতে শোনা গিয়েছে, ওই তৃণমূল নেতার নাম তাপস চক্রবর্তী, যিনি হুগলির চুঁচুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ঘটনাচক্রে, অসিতকেও সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, তাপস নামে ওই তৃণমূল নেতাকে মগড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাস্তা দিয়ে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ঘটনাস্থলে দু'-একজন পুলিশকর্মীও উপস্থিত ছিলেন। চুঁচুড়া-মগড়া ব্লকের তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তাপসের বিরুদ্ধে তোলাবাজি থেকে গুন্ডামি, নানা অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা সন্দীপ সাঁধুখার দাবি অভিযোগ, এসআইআর পর্বে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মারধরও করেছিলেন তাপস। যদিও বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, তাপসের বিরুদ্ধে মগড়া থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। পুলিশ সূত্রে খবর, কোনও এফআইআরও দায়ের হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের কাজিডাঙা এলাকায় তাপসের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন অনেকে। অভিযোগ, পরে তাঁকে বাড়ি থেকে টেনে বার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তাপসকে আপাতত মগড়া থানায় রাখা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।

রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, 'আমি ভিডিয়োটা দেখেছি। যদি কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকে, পুলিশ পদক্ষেপ করতেই পারে। কিন্তু সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে, এ ভাবে কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। তারপরেও বিজেপির লোকেরা এগুলো করছেন। এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।'

LINDE INDIA LIMITED

Registered Office : Oxygen House, P-43, Taratala Road, Kolkata-700088, West Bengal, India

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost/misplaces and the company intends to issue duplicate certificate in lieu thereof, in due cource. Any person who has a valid claim on said shares should lodge such claim with the company at its registred office within 15 days hereof.

Name of the Holder/Claimant	Folio No.	No. of Shares (Rs.10 f.v)	Number of Shares	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To
Ranjit Singh Kothari	2344619	20	419683	221101	221120
		13	419683	3808208	3808220
		17	419683	4783580	4783596
		53	419683	13059728	13059780
		11	419683	2636130	2636140
		47	419683	9846005	9846051
		7	419683	2051789	2051795
		1	419683	2051788	2051788
		78	419683	1719830	1719907
		23	419683	6598201	6598223
		22	419683	13059781	13059802
		9	419683	9845996	9846004
	TOTAL	301			

Date : 08.06.2026

Investor Name :
Ranjit Singh Kothari
20/1, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700 027

ফেসবুকে লিখে তৃণমূল ত্যাগ রুনা খাতুন দাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এ বার ফেসবুকে লিখে তৃণমূল ছাড়লেন হুগলির বলাগড়ের রুনা খাতুন দাস। হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য রুনা হুগলির ছাত্র-যুব রাজনীতির আঙিনায় অতি পরিচিত নাম বলাগড় বিধানসভারই শ্রীপুরের মেয়ে তিনি। ২০১৩ সাল থেকে টানা তিন বার হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য রুনা। ২০১৯ সালে প্রচারের মুখপাত্র হিসাবে ত্রিপুরা ও অসমে কাজও করেন তিনি। ২০২১ সালের ১৬ অগস্ট জেলার যুব সভানেত্রী করা হয় রুনাকে। টানা আড়াই বছর সেই পদে ছিলেন। স্বামী অরিজিৎ দাস এখনও বলাগড়ের সিজা কামালপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান।

২০২৪ সালে বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কম শিরোনাম হয়নি। পরিস্থিতি এমন হয়, তা সামাল দিতে শীর্ষ নেতৃত্বকে ময়দানে নামতে হয়। সেই রুনা এ দিন দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। রুনার অনুগামীদের দাবি, সুবক্তা রুনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি হওয়ার দাবিদার ছিলেন। বিধায়কের টিকিটও পেতে পারতেন তিনি। তাঁকে দল যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি। যদিও তৃণমূলেরই আর এক পক্ষের দাবি, সকলেই টিকিট বা পদ পাবেন, কোনও রাজনৈতিক দলেই তা হয় না। বরং দল হেরে গেলে, অনেকেই দল ছাড়তে চান।

রুনা জানান, মানুষের রায়কে মানতে হবে। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। তাদের কাজের জন্য পরিসর দেওয়া উচিত। উন্নয়ন হোক। মানুষের ইচ্ছা পূরণ হওয়া উচিত। মানুষের কাজ করতে গেলে রাজনীতি করতেই হবে, তার মানে নেই। হয়ত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য রাজনীতি একটা প্ল্যাটফর্ম। তবে সেটাই একমাত্র পথ নয়। রুনার কথায়, 'আপাতত ঠিক করেছি, তৃণমূল কংগ্রেস আর করব না। তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। এবার দেখা যাক। আলাদা করে কিছু ভাবিনি। পথই পথ দেখাবে।'

সবংয়ে মেগা সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে সুস্থ জীবনযাপন ও ফিট ইন্ডিয়ার বার্তা পৌঁছে দিতে সবংয়ে আয়োজিত হল এক বিশাল সাইকেল র‍্যালি। রবিবার সকালে সবং বিডিও অফিস প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ এই সাইকেল র‍্যালির সূচনা হয়।দেশজুড়ে 'সানডেজ অন সাইকেল' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এই র‍্যালিতে অংশ নেন সবংয়ের বিধায়ক অমল কুমার পণ্ডা, সবং থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক শুভঙ্কর রায়, সবংয়ের বিডিও-সহ ব্লক প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে রাস্তায় নামেন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা।

বিধায়ক জানান, নিয়মিত সাইকেল চালানোর মাধ্যমে শরীরচর্চা, মেদ ঝরানো এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। র‍্যালি চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা নজর কেড়েছে সাধারণ মানুষের। বিশ্ব সাইকেল দিবসে এমন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাদের মতে, সমাজে সুস্থতার বার্তা পৌঁছে দিতে এ ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফর্ম জি

লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-কলকাতায় চা ব্যবসা পরিচালনকারী এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড** (U15491WB1995PLC074733) PAN-AAACL5207H
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৮৮এ, শরৎ বোস রোড, ৫ম তল, আর কে সেবা প্রতিষ্ঠান কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০২৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোম্পানির কোনও স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	দ্রব্য বিক্রি (চা পাত) - ৬০৯৬৫৪০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, আর্থিক প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী ঘটনা (শিডিউলড সহ) পাওয়া যাবে	রাকেশ কুমার আগরওয়াল ২০, এন এস রোড, ব্লক এ, ২য় তল, রুম নং ১৫ কলকাতা - ৭০০০০১
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	রাকেশ কুমার আগরওয়াল ২০, এন এস রোড, ব্লক এ, ২য় তল, রুম নং ১৫ কলকাতা - ৭০০০০১
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৩ জুন ২০২৬
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	৩ জুলাই ২০২৬
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৮ জুলাই ২০২৬
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৮ জুলাই ২০২৬
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৩ জুলাই ২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৩ আগস্ট ২০২৬
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.limtexteaindustries@gmail.com
১৭	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রদত্ত নয়

স্বা/-
(রাকেশ কুমার আগরওয়াল)
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP/P-P00443/2017-18/10786
২০, এন.এস রোড, ব্লক-এ, ২য় তল, রুম নং-১৫, কলকাতা-৭০০০০১
লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ৮ জুন ২০২৬
স্থান : কলকাতা

শিক্ষা সম্মান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা সম্মান ২০২৬ কর্মসূচি। রবিবার রঘুনাথপুর শহরের এটিএম ময়দানের ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী নদীয়ারচাঁদ বাউরি, রঘুনাথপুর ও কাশীপুরের বিধায়ক মামণি বাউরি, কমলাকান্ত হাঁসদা। ছিলেন রঘুনাথপুর মহকুমার তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক সায়ন ঘোষ, রঘুনাথপুরের সার্কেল ইনসপেক্টর সৌরাংশু রায়, রঘুনাথপুরের রেঞ্জ আধিকারিক নিলাদ্রী সখা।

এদিন রঘুনাথপুর মহকুমাতে মাধ্যমিকে কৃতী সঞ্চয়ন ঘোষ,তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মুননুন মোদক ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী অঙ্কিত মন্ডল,স্বপ্ননীল চক্রবর্তী, অহনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আকাশ মন্ডলদের সংবর্ধিত করা হয়।সাথে রঘুনাথপুর মহকুমা এলাকার বাসিন্দা উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী দেবপ্রিয় মাজি,অষ্টম স্থান পাওয়া আদর্শ মণ্ডল এবং নবম স্থান পাওয়া অভিমন্যু সিংহদের বিশেষ সম্মানেও সম্মানিত করা হয়েছে।

অন্যান্য বছরগুলির মতই এবারেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানের জন্য শিক্ষাগুরু হিসাবে সংবর্ধিত করা হয়েছে কাশীপুরের বাসিন্দা সুবল নন্দীকে। পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ সুবলবাবু স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পরে এখনও নিয়মিত স্কুলে পড়াচ্ছেন। তাঁর এই নিরলস শিক্ষাদানকে সম্মান জানাতেই মহকুমা প্রেস ক্লাব সুবলবাবুকে সম্মানিত করেছে।

পড়ুয়াদের দুয়ারে স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পড়ুয়াদের অপেক্ষায় নয়, চলুন পড়ুয়াদের কাছে যায়। এই ব্রত নিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন শিক্ষকরা। তাদের মতে, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার বিষয়ে অনীহা তৈরি হয়েছে। এই প্রবণতা রুখতে এবং পড়ুয়াদের ফের স্কুলমুখী করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে বাঁকুড়ার শতবর্ষ প্রাচীন ওন্দা নিকুঞ্জপুর উচ্চ বিদ্যালয়। পড়ুয়াদের জন্য অপেক্ষা না-করে শিক্ষকরাই টোটো চড়ে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে।

এই প্রচার অভিযানকে আকর্ষণীয় করতে ব্যবহার করা হচ্ছে গান 'স্কুলে চলো, স্বপ্ন জ্বালো'। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বক্তব্য, কোভিড-পরবর্তী সময়ে স্মার্টফোনের ব্যবহার ব্যাপক বেড়ে যাওয়ার ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে এই স্কুল অনীহা তৈরি হয়েছে। তাই বিদ্যালয়কে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখা আর সম্ভব নয়।তাই পড়ুয়াদের জন্য বিদ্যালয়ে অপেক্ষা না-করে পড়ুয়াদের দুয়ারে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য স্কুল তখনই প্রকৃত সফল হয়ে ওঠে যখন তা নিজের গন্ডি ছেড়ে শিক্ষার্থী ও সমাজের দুয়ারে পৌঁছে যায়। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে পড়ুয়াদেরঅপেক্ষায় নয়, চলুন পড়ুয়াদের কাছে যায় অভিযান। টোটো চড়ে গ্রাম চষে বেড়াচ্ছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক অতনু কুণ্ডু, মৌলিন্দু ঘোষ এবং কার্তিক মালগোপরা। মাইকে প্রচার করার পাশাপাশি অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন তারা। এই উদ্যোগের ভিডিয়ো স্কুলের ফেসবুক পেজেও আপলোড করা হচ্ছে। শিক্ষিকা জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শিক্ষা একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। একজন পড়ুয়া বিদ্যালয়ে ফিরে আসা মানে শুধু তার ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ গড়া নয়,তাদের পরিবার ও একটি সমাজের এগিয়ে চলা।'

শিক্ষক সঞ্জীব পাত্র বলেন, এই উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।'স্কুলের এই উদ্যোগ একটি বিদ্যালয়ের সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। ভালো সাড়া পাচ্ছি। দিন তিনেকের প্রচারেই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সব পড়ুয়াকেই স্কুলে ফিরিয়ে আনা তাদের লক্ষ্য। জেলায় পরিবেশ সুরক্ষা, বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানো ও জীববৈচিত্র সুরক্ষার বার্তা গানে ও নাটকে প্রচারে চালানোর মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের সভাপতি সঙ্গীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার একটা আকর্ষনীয় উদ্যোগ। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর টান ও শ্রদ্ধা আছে। তাই এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে।' স্কুলে চলো, স্বপ্ন জ্বালো' গানটি তারা শুনেছেন। অসাধারন উদ্যোগ।

অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পীযূষকান্তি বেরা বলেন, 'মূলত শহর ঘেঁষা এবং বর্ধিষ্ণু গ্রামের স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে না-যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা কাটানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, স্কুলের পঠনপাঠনই অত্যাবশ্যক। সেটা করতে পারলে অনেকাংশেই সমস্যাটির সমাধান হবে।' শিক্ষাবিদদের মতে, শুধু প্রশাসনিক নির্দেশ নয়, স্কুল ও সমাজের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করাই এই সমস্যার আসল সমাধান। তাই এই উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল।

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ২৫.০৬.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লি. বালিগঞ্জ শাখা, বন্ধক/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার কার্যকরী দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লি. এর অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **২৫ জুন ২০২৬** তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৬২,৯৫,৬৪৪.০৭ টাকা** (এক কোটি বাষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার ছশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং সাত পয়সা) ৩১.০৫.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ০১.০৬.২০২৬ থেকে আইন অনুসারে প্রদেয় দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লি., সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক **(১) মেসার্স দীপক ক্রিয়েশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী দীপক শর্মা**, নং ৩, হাঁসপুকুর, ফার্স্ট লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ **আরও ঠিকানা** - শপ নং এ৬, ৪র্থ তল, ৫০, হরি রাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, বড় বাজার, কলকাতা - ৭০০০০৭ **এবং আরও ঠিকানা - শ্রী দীপক শর্মা** বিসি ১/৯/এ দেশবন্ধু নগর, বিএল-বি ৫ম তল, এফএল-এ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৯ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, পাঁচতলায়, ব্লক বি, পরিমাপ ১১৫১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত নাম গণপতি অ্যাপার্টমেন্ট, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, পরগনা-কলিকাতা,থানা রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, সিএস দাগ নং ৬৪০, আরএস/এলআর দাগ নং ৬৭৯, সিএস খতিয়ান নং ২২১,খতিয়ান নং ২২২, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৫, এলআর খতিয়ান নং ১১৯৬, ১১৭৫ এবং ১১৭৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৭৫, ২৪৮৯ এবং ২৪৯০,এডিএসআরও বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, স্থানীয় রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ২১, বর্তমানে ২৫, প্রেমিসেস নং বিসি-১/৯এ, দেশবন্ধু নগর, কলকাতা ৭০০০৫৯ , জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি শ্রী দীপক শর্মা এর নামে।

(এনএ৪৬৫৭৬-সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য ৩৭,৯২,০০০ টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ)** ৩,৭৯,২০০ টাকা	**ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ** ৫০,০০০ টাকা

সম্পদের পর্যবেক্ষণ	**০৮.০৬.২০২৬ থেকে ২৪.০৬.২০২৬** সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
আবেদন ফর্ম এবং অনলাইন টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	তারিখ : **২৪.০৬.২০২৬** সময় : বিকেল ৫ টা।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	পোর্টাল https://bankauctions.in মাধ্যমে ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত বিক্রয় চলাকালীন অসীমায়িত ১০ মিনিটের প্রতিটি সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	অ্যাকাউন্ট নং ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩, আইএফএসসি কোড : কেভিবিএল০০০১১০১। অ্যাকাউন্ট নাম : বিড কালেকশন এ/সি - সারফেসি এর, ই-নিলাম প্রক্রিয়া : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	কলকাতা এআরবি- শ্রী সমীর ঘোষ ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২ বালিগঞ্জ শাখা - শ্রী গৌতম কুমার ফোন : ৯০৮০৯৭৭৭৫৯ এডিটি - শ্রী সঞ্জয় ফোন : ৯৫৪০৬৫৬৪৭৭

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **https//www.kvb.bank.in/ property-under-auction/** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল **https//bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

দিল্লিতে অধ্যাপিকা খুনে বর্ধমান থেকে ধৃত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকাকে খুন করার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার হলেন রামপ্রসাদ দাস ও বনশ্রী দাস নামের এক দম্পতি। সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার দূরে দিল্লিতে গিয়ে পরিকল্পিত ভাবে অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পালকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় তদন্তে নেমে দিল্লি পুলিশ বর্ধমানের বাদামতলা এলাকা থেকে অভিযুক্ত দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের নাবালক ছেলেকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার পূর্ব দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভের একটি বহুতল আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবাজি কলেজের অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পালের রক্তাক্ত দেহ। প্রথমে তাঁর দিদি দেবারতি পাল ফ্ল্যাটে গিয়ে বোনের নিথর দেহ দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে দিল্লি পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, মুখ ঢাকা অবস্থায় তিনজন ব্যক্তি অধ্যাপিকার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছিলেন। ফ্ল্যাটের দরজা বা তালা ভাঙার কোনও চিহ্ন না থাকায় তদন্তকারীদের অনুমান ছিল, খুনের ঘটনায় পরিচিত কেউ জড়িত থাকতে পারে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দেবস্মিতা একাই ওই আবাসনের ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন। ফলে অপরাধীদের পক্ষে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা তুলনামূলক সহজ হয়েছিল বলে মনে করছে পুলিশ।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা দেখতে পান, অভিযুক্তরা একটি গাড়ি কিছুটা দূরে রেখে হেঁটে আবাসনে প্রবেশ করে। খুনের পর তারা পোশাক পরিবর্তন করে বেরিয়ে আসে এবং ব্যবহৃত পোশাক গাড়ির মধ্যেই ফেলে রেখে এলাকা ত্যাগ করে। ঘটনার পর প্রায় ২০০-রও বেশি সন্দেহভাজন ব্যক্তির তথ্য যাচাই এবং একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা বর্ধমান পর্যন্ত পৌঁছে যান।

তদন্তে উঠে আসে, বর্ধমানের একটি বাড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন দেবস্মিতা পাল। ওই বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করতেন রামপ্রসাদ দাস ও বনশ্রী দাস। অভিযোগ, বাড়িটি বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন দেবস্মিতা এবং সেই কারণে ভাড়াটেদের বাড়ি খালি করে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত দম্পতি বাড়ি ছাড়তে রাজি ছিলেন না।

পুলিশের দাবি, এই সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই খুনের ছক কষা হয়। দেবস্মিতা একা থাকেন এবং তাঁর দৈনন্দিন চলাফেরা সম্পর্কেও অভিযুক্তদের ধারণা ছিল। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে বর্ধমান থেকে দিল্লি গিয়ে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে। অভিযুক্তরা ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে প্রথমে মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয় এবং পরে হাতের শিরা কেটে দেওয়া হয়।

ঘটনার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে পাওয়ার পর দিল্লি পুলিশ বর্ধমানের বাদামতলায় দেবস্মিতার দাদুর বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকেই রামপ্রসাদ দাস ও বনশ্রী দাসকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুন ও ষড়যন্ত্রের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। রবিবার অভিযুক্তদের বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে অভিযুক্তদের দিল্লিতে নিয়ে তদন্ত চলবে। সেখানে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত ছিল কি না, নাবালক ছেলের ভূমিকা ছিল কি না এবং হত্যার পরিকল্পনা কতদিন ধরে করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে।

এই ঘটনায় বর্ধমান জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ থেকে এমন পরিকল্পিত ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ সামনে আসায় এলাকাবাসীর মধ্যেও তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে সকলের।

কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে বেহাল পরিকাঠামো, সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটি গ্রামীণ হাসপাতালের বেহাল পরিকাঠামো।

তৃণমূল সরকারের আমলের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। গোঘাটি গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থার অভিযোগ তুলে সরব হল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রবিবার হাসপাতাল চত্বরে দলের উদ্যোগে একটি সাফাই অভিযানের আয়োজন করা হয়। ঝাঁটা হাতে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার পাশাপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিষেবার ঘাটতি নিয়ে সরব হন গোঘাটের বিধায়ক-সহ বিজেপির একাধিক নেতা, কর্মী ও সমর্থক।

বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই গোঘাট গ্রামীণ হাসপাতালে ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। যে কয়েকটি টয়লেট রয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পড়ে থাকায় প্রতিদিন চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা না-হওয়ায় সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ছে বলে দাবি করেন তারা। তৃণমূলের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। তার জলন্ত নিদর্শন হল কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল।

গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের তৃণমূল পরিচালিত সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের নানা দাবি করা হলেও বাস্তবে গোঘাট গ্রামীণ হাসপাতালের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাসপাতালের নোংরা পরিবেশ, অপর্যাপ্ত টয়লেট ব্যবস্থা, পরিষেবার ঘাটতি এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা স্বাস্থ্য দপ্তরের গাফিলতি ও প্রশাসনিক উদাসীনতারই প্রতিফলন। সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তৃনমূল সরকার ব্যর্থ ছিল বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

সবমিলিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে, নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং বন্ধ হয়ে থাকা সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পুনরায় চালু করতে হবে। সাফাই অভিযানের মাধ্যমে মূলত সেই দাবিগুলিই জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব।

গ্যাস সংস্থার গাড়িচালকের মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার মধ্যরাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার রসুলপুরের কাছে রাস্তার ধার থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। তার কাছে থাকা বৈধ নথিপত্র দেখে সেখানকার স্থানীয় পুলিশ কাঁকসায় তার বাড়িতে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তার পরিবার গিয়ে দেহ পানাগড়ে নিয়ে আসে। মৃতের নাম বাবলু হালদার, তার বাড়ি কাঁকসার কলোনি এলাকায়। আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী বাবলু হালদার পানাগড় শিল্পতালুকের আদানি গ্যাস সংস্থার একটি গাড়ি চালাতেন।

জানা গিয়েছে,পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে অবস্থিত আদানি গ্যাস সংস্থার গ্যাসের ক্যাপসুল বোঝাই করা গাড়ি নিয়ে তিনি গত কয়েকদিন আগে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। রসুলপুরের কাছে রেলগেটে রেল লাইনের মাঝে তার গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে। আরপিএফ সেই গাড়িটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আইনি জটিলতায় এবং বৈধ কাগজের গরমিল থাকার কারণে তার গাড়ি আটকে রাখা হয়। বিষয়টি সংস্থার আধিকারিকদের জানানোর পর প্রায় নিত্যদিন তাকে সেই গাড়ির কাছে পানাগড় থেকে যেতে হত। শনিবার তিনি পানাগড় থেকে রসুলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। তবে কেউ তাকে সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ পরিবারের।পরে মৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিলেন তিনি।

গভীর রাতে পুলিশ খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ পানাগড়ে নিয়ে এসে সংস্থার সামনে দেহ রেখে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর শেষমেষ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শ্মশান খরচ এবং শ্রাদ্ধের খরচ সহ মৃতের স্ত্রীকে আজীবন পেনশন এবং পরিবারের একজনকে চাকরির আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন পরিবারের সদস্যরা।

যদিও ওই সংস্থায় কর্মরত অন্য গাড়ির চালকেরা জানিয়েছেন, রাস্তায় কাজে বেরোলে তাদের কোনো রকম সেফটি সিকিউরিটি নেই। যে সমস্ত গাড়িগুলি তারা চালান। সেই গাড়িগুলির অবস্থাও বেহাল। যেকোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এক প্রকার ঝুঁকি নিয়েই তাদের কাজ করতে হয়। কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অভিযোগ জানালেও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা তারা পান না। এদিন একজন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আগামী দিনে আরও অন্যান্য কর্মী একই ধরনের করুণ দশা হতে পারে। তাদের দাবি, কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এমন ঘটনা। শ্রমিকদের এবং গাড়ির চালকরা নিরাপত্তার বিষয়ে বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ।

জনতার দরবারে অভিযোগ

জল সংকট-পরিকাঠামো উন্নয়নে পাশে থাকার আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খরাপ্রবণ তপন বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিনের জল সংকটের সমস্যা ফের উঠে এল জনতার দরবারে। তপন বিধানসভার মণ্ডল-১ এলাকার জলঘর অঞ্চলের ত্রিকুল কালী মন্দিরের সামনে আয়োজিত 'জনতার দরবারে বিধায়ক' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বুধরাই টুডু। এই বিশেষ কর্মসূচিতে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়ার কথা সরাসরি জনপ্রতিনিধির সামনে তুলে ধরেন। স্থানীয় বাসিন্দারা পানীয় জল, সেচের জল, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, ড্রেন নির্মাণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সৌরবাতি স্থাপনের মতো একাধিক জনস্বার্থমূলক দাবি জানিয়ে দ্রুত সমাধানের জন্য বিধায়কের কাছে লিখিত ও মৌখিক আবেদন জানান।

এলাকাবাসীদের প্রধান অভিযোগ, তপন ব্লক ভৌগোলিক কারণে জেলার অন্যান্য অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু ও খরাপ্রবণ হওয়ায় প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালে পানীয় ও সেচের জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। বহু এলাকায় পর্যাপ্ত নলকূপ ও জলপ্রকল্প না থাকায় সাধারণ মানুষকে মাইলের পর মাইল হেঁটে জল সংগ্রহ করতে হয়, যার ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় সাধারণ পরিবারগুলিকে। তাঁদের দাবি, অতীতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টি একাধিকবার জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। এদিনের জনতার দরবারে উপস্থিত বাসিন্দারা জল সমস্যার পাশাপাশি গ্রামীণ পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়েও সরব হন। বিশেষ করে রাস্তার পাশে পাকা ড্রেন নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার এবং রাতের অন্ধকূয়ার দূর করতে বিভিন্ন এলাকায় সৌরবাতি বসানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

বাসিন্দাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং প্রতিটি বিষয় ডায়েরিতে নথিভুক্ত করেন বিধায়ক বুধরাই টুডু। এই প্রসঙ্গে তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, জনতার দরবারের মূল উদ্দেশ্যই হলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যা সরাসরি জানা এবং সেগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই এই জনসংযোগ কর্মসূচির আয়োজন। জনগণের কী কী চাহিদা ও সমস্যা রয়েছে, তা তিনি নিজে নোট করেছেন এবং এই সমস্ত সমস্যাগুলি দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মহলে পৌঁছে দিয়ে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করবেন বলে এলাকাবাসীকে দৃঢ় অঙ্গীকার দেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র ত্রিকুল নয়, আগামী দিনে তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রাম ও অঞ্চলে ১০০-রও বেশি এই ধরনের 'জনতার দরবার' আয়োজনের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সরাসরি যোগাযোগ আরও জোরদার হবে এবং গ্রামীণ স্তরের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এখন দেখার, বিধায়কের এই আশ্বাসের পর তপনের দীর্ঘদিনের জল সংকট ও পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলির বাস্তবসম্মত সমাধান কত দ্রুত কার্যকর হয়, সেদিকেই চাতক পাখির মতো চেয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

দামোদরের সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে মৃত্যুফাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গৈতানপুর-চরমোনাই অঞ্চলের নদ বর্তমানে এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। দীর্ঘদিন ধরে দামোদর নদের ভাঙনের ফলে নদের গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে, গভীরতা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকদের বিস্তীর্ণ চাষযোগ্য জমি দামোদর গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু জমি হারানোর ক্ষতির পাশাপাশি আরও একটি বড় বিপদ ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে, নদে ডুবে মৃত্যু। স্থানীয় মানুষের দাবি, গত কয়েক বছরে দামোদর নদে নাবালক ও যুবক মিলিয়ে প্রায় ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনাও এলাকাবাসীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। বালুচর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নির্জন পরিবেশের আকর্ষণে বহু মানুষ, বিশেষ করে বাইরের এলাকা ও শহরাঞ্চল থেকে তরুণ-তরুণীরা এখানে বেড়াতে আসেন। কিন্তু নদের তলদেশে সৃষ্টি হওয়া গভীর খাদ, আকস্মিক ভাঙন এবং বিপজ্জনক স্রোত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকেই জলে নেমে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার শিকার হন।

গ্রামবাসীরা বারবার সতর্ক করলেও অনেকেই সেই কথা শোনেন না।রবিবারও কয়েকজন যুবক দামোদর নদে নামার চেষ্টা করলে স্থানীয় মানুষ তাদের বিপদের কথা বুঝিয়ে নিরাপদে ওপরে তুলে আনেন। এই পরিস্থিতিতে খণ্ডঘোষ থানার উদ্যোগে নদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতর্কীকরণ ব্যানার ও বোর্ড লাগানো হয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। তবে শুধু ব্যানার দিলেই হবে না, প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সচেতনতা।

এলাকাবাসীর আবেদন, মানুষ এসে গ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদ জঙ্গল ও পরিবেশ উপভোগ করুক। ছবি তুলুন, সময় কাটাক, প্রকৃতিকে অনুভব করুক। কিন্তু নদের জলে কেউ যাতে না নামে। কারণ এই দামোদর নদের প্রকৃত বিপদ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একটি ভুল সিদ্ধান্ত কারোর বা তার পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিশ্ব সাইকেল দিবসে বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে রবিবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি। সকাল ৭টায় মহকুমা শাসকের দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালিটির সূচনা হয়। প্রায় ৬০ জন সাইকেল আরোহী এই সচেতনতামূলক র‍্যালিতে অংশ নেন। নারী ও পুরুষের উৎসাহপূর্ণ অংশগ্রহণে গোটা কর্মসূচি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়।

পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে সাইকেলের ব্যবহারকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রণব ঘোষ, যিনি বর্তমানে মহকুমা শাসকের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি শুধু অনুষ্ঠানে উপস্থিতই ছিলেন না, অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে সামিল হন। প্রশাসনের এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত বেসরকারি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের উখড়া গ্রামের স্কুল মোড় থেকে আড়ৎ পাড়া যাওয়ার রাস্তায় অবস্থিত একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল তথা শিক্ষক রাজা প্রসাদকে গ্রেপ্তার করেছে অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে গড়ে ওঠা এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের মধ্যেই ছাত্রদের থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থাও আছে। অভিযোগ, স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করেন অভিযুক্ত শিক্ষক। শুধু একবার নয়, একাধিকবার ওই ছাত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি বিষয়টি ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের নজরে আসতেই তারা অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শনিবার অভিযুক্ত রাজা প্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার বিস্তারিত জানতে অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হবে। এদিকে, রবিবারই নির্যাতিত ছাত্রীর মেডিক্যাল পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

'সানডে অন সাইকেল' কর্মসূচিতে অংশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামির

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: জ্বালানি সাশ্রয়, পরিবেশরক্ষা ও শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে 'ফিট ইন্ডিয়া' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে 'সানডে অন সাইকেল' কর্মসূচীতে অংশ নিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি। রবিবার স্থানীয় যুব সমাজকে সঙ্গে সোনামুখী শহরে সুবিশাল এক সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি বলেন, এক দিকে জ্বালানী সাশ্রয় অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ রোধে সাইকেলের বিকল্প হয়না। দীর্ঘদিন ধরেই সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত সাইকেল। মানুষের দৈনন্দিন ব্যস্ততার কারণে সময়ের দাবি মেনে মোটর বাইকের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে বেড়েছে দূষণের মাত্রাও। এই অবস্থায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সাইকেল ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া উচিত বলে তিনি জানান।

সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালি, পরিবেশ রক্ষার বার্তা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ ব্লকে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। রায়নার শ্যামসুন্দরে বিধায়ক সুভাষ পাত্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষ ও রায়না এক ব্লকের জয়েন্ট বিডিও অনিরুদ্ধ সাহা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

রায়না-১ বিডিও অফিস প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালির সূচনা হয়। এরপর সাইকেল আরোহীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় বিডিও অফিসে ফিরে আসেন। বিশ্ব সাইকেল দিবসের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থার প্রসার এবং নিয়মিত শরীরচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সাইকেলের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীও সাইকেল ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, নিয়মিত সাইকেল চালালে হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। পাশাপাশি মানসিক চাপ হ্রাস পেয়ে মানুষ আরও কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।

বিধায়ক আরও জানান, প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা সাইকেল চালানোর অভ্যাস শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সকল বয়সের মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত হওয়ার আহ্বান জানান। এই সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও উপস্থিতি কর্মসূচিকে আরও সফল করে তোলে।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য চড়ায় কাঁকসার রাজকুসুম গ্রামে। মৃতের নাম সুনীল লোহার। ২৫ বছর বয়সি সুনীল লোহারের বাড়ি রাজকুসুম গ্রামে। এলাকায় কালু নামে সে পরিচিত ছিলো। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনীল লোহার গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা তার খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায়নি। প্রশাসনের কাছেও তার নিখোঁজ হওয়ার বিষয় জানানো হয়েছিল। এরপরই গ্রামের একটি মনসা মন্দিরে ছোট্ট একটি ঘর থেকে তার পচা গলা দেহ উদ্ধার হয়। কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই রাজকুসুম গ্রামের মনসা মন্দিরের পাশে একটি ছোট ঘর থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকানো ছিল। তখনই সন্দেহ হয় এলাকার মানুষের। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা খুলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান নিখোঁজ হওয়ার দিনেই ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আত্মহত্যা করে। কারণ গোটা শরীরে পোকা লেগে পচন ধরে গিয়েছিল। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাইসাইকেল দিবস ও র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জের বাইসাইকেল দিবস ও র‍্যালি হল রবিবার। হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিস থেকে কাটাখালি ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তায় এই র‍্যালি হয়। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পরিবেশের সঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির একদিকে যেমন শরীর চর্চা ও বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হল হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলী তিনি বলেন শরীরের চর্চা যেমন হবে তেমনই এই বাইসাইকেল দিবসে সাইকেল র‍্যালির মধ্য দিয়ে এদিন বিশেষ সচেতনতা বার্তাও দেওয়া হল।

মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানে জঙ্গলের রামলাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবার নেই, টান পড়েছে খাল বিলের জলেও। তাই জঙ্গলের হাতি রামলাল খাবারের সন্ধানে চলে আসছে গ্রামে। জঙ্গলে বড় কোনও গাছ না-থাকায় প্রচণ্ড দাবদাহে একটু ছায়ার নীচেও আশ্রয় খুঁজে না-পেয়ে জনবসতি এলাকার আমবাগানগুলিতে ঢুকে পড়ছে সে। গত সাত-আট বছর ধরে ঝাড়গ্রাম লালগড় রামগড় শালবনি ও জামবনি এলাকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এই রামলাল প্রকৃত অর্থেই একটি রেসিডেন্সিয়াল হাতি হিসেবে এইসব এলাকায় পরিচিত। ফলে অন্যান্য হাতিগুলির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান গড়ে না-উঠলেও এই রামলালের সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই ঝাড়গ্রামের মানুষ আদর করে তার নাম রেখেছে রামলাল।

জঙ্গলে যখন কোনও খাবার পায় না তখন রামলাল তার চেনা পরিচিত রাজ্য সড়কগুলির উপর এসে দাঁড়ায়। শুঁড় তুলে পণ্যবাহী লরি দাঁড় করিয়ে চাল ধান আটা কিংবা শাক সবজির বস্তা নামিয়ে নেয় রামলাল। কখনও রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই সেইসব দ্রব্য খেয়ে উদর পূর্তি করে, আবার কখনও বস্তাগুলি টেনে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ভেতরে আরাম করে খায়। রাজ্য সড়ক আটকে গাড়ি থেকে খাবার নামিয়ে নেওয়ার সময় রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে পড়ে সারি সারি যানবাহন। তবুও তাকে কেউ বিরক্ত করেনি। দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে বনদপ্তরের কর্মীরা এসে রামলালকে জঙ্গলের দিকে সরিয়ে দেয়। সাময়িকভাবে জঙ্গলে ফিরে গেলেও জনবসতি এলাকায় তাকে আবার ফিরে আসতে দেখা যায়। বিশেষ করে এবছরের এই গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্রে এক প্রকার এলাকার বাগানগুলি তার ঠিকানা হয়ে উঠেছে। দিনভর আমবাগানগুলিতে আম খাচ্ছে আর স্থানীয় বাসিন্দাদের জলের পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে জল চাইছে। বালতি বা গামলায় তাকে জল এগিয়ে দিলে কিছুটা জল খাওয়ার পর শুঁড়ে করে ছিটিয়ে নিচ্ছে সারা শরীরে। গ্রামবাসীদের অনেকেই সাবমার্সিবল পাম্প থেকে পাইপে করে রামলালের সারা গায়ে জল দিয়ে দিচ্ছে। সেই জলে শরীর কিছুটা ঠান্ডা হলে পার্শ্ববর্তী অন্য গন্তব্যে চলে যাচ্ছে।

বর্তমানে রামলাল ঝাড়গ্রাম ব্লকের লোধাসুলি পুকুরিয়া মানিকপাড়া ও জামবনি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২৪ ঘন্টা থাকছে গ্রাম সংলগ্ন বাগানগুলিতে। সাত- আট বছর ধরে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে শিখেছে রামলাল। তাই অন্যান্য হাতিদের মতো তাকে কেউ উত্তক্ত করে না। বরং আদর করে খাবার খেতে দিচ্ছে গ্রামবাসীরা। গরমের হাত থেকে কিছুটা হলেও নিষ্কৃতি দিতে সারা শরীর ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে ।

লিপুলেখ বিতর্কের মাঝেই

জয়শংকর সাক্ষাতে দিল্লির প্রশংসায় নেপালের বিদেশমন্ত্রী

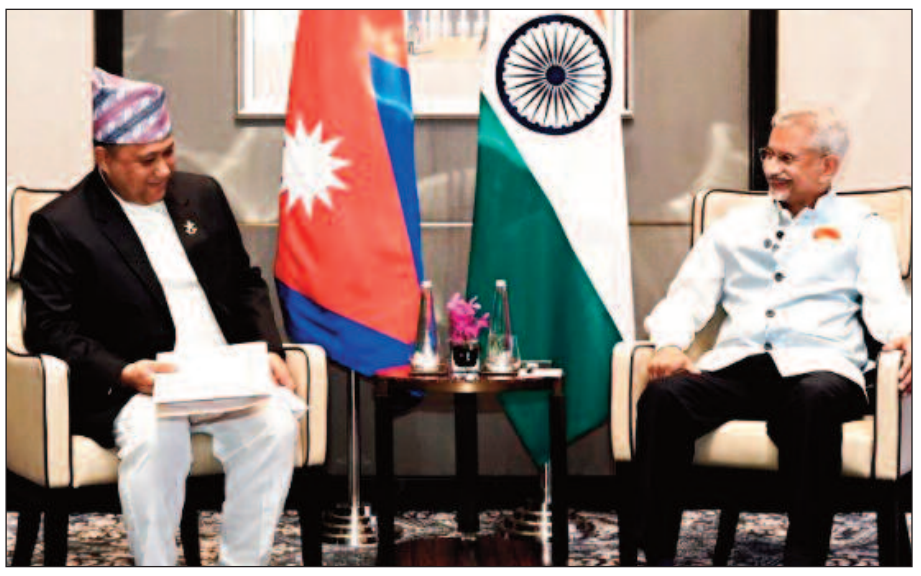

নয়াদিল্লি, ৭ জুন: বিতর্কিত লিপুলেখ গিরিপথ নিয়ে সম্প্রতি বিবাদে জড়িয়েছে ভারত-নেপাল। এই আবহে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে পা রেখেছেন নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল। শনিবার তিনি বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জংশংকরের সঙ্গে। সেখানেই ভারতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেন, 'অর্থনীতির চালিকা শক্তি ভারত।'

প্রসঙ্গত, বিতর্কিত লিপুলেখ গিরিপথ নিয়ে সম্প্রতি নেপালের প্রধানমন্ত্রী চিন ও ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি দাবি করেন, ভারত শুধু নেপালের জমি দখল করেনি, নেপালও ভারতের কিছু ভূখণ্ড দখল করেছে। তাঁর এহেন মন্তব্যের পরই জোর বিতর্ক তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে কাঠমাণ্ডুকে কড়া বার্তা দেয় নয়াদিল্লি। ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, দুই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের কোনও হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহের এহেন মন্তব্যের মাঝেই তিন দিনের ভারত সফরে এসেছেন শিশির। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি, সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই তাঁর এই সফর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিশির বলেন, 'যখন আমরা সীমান্তের ওপারে তাকাই, তখন ভারতকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসাবে দেখতে পাই। এমন এক উদীয়মান ভারত, যে নিজেকে গতিশীল, দ্রুত বর্ধনশীল প্রযুক্তি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। নতুন এই ভারতের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত হতে চাই।' তিনি স্পষ্ট করেছেন, নেপালের নতুন নেতৃত্ব ভারতকে পুরনো ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা নেপাল-ভারত সম্পর্কের গোটা পরিভাষাকে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত থেকে সরিয়ে উন্নয়ন ও কূটনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে চাই। আমরা উন্মুক্ত মন, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং স্বচ্ছ লক্ষ্য নিয়ে ভারতের দিকে তাকাই।'

জয়শংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে নেপালের বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'বাণিজ্য, আন্তঃসীমান্ত সংযোগ, জ্বালানি, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি দু'দেশের সম্পর্ক কীভাবে আরও মজবুত করা যায়, সেই প্রসঙ্গে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। ভারত-নেপালের উন্মুক্ত সীমান্ত যাতে প্রবৃদ্ধি ও সংযোগের সহায়ক হিসাবে কাজ করে, তা নিশ্চিত করতে উভয় পক্ষই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

মুম্বইয়ে ভিড়ে ঠাসা কনসার্টে মৃত্যু যুবকের

হাসপাতালে বান্ধবী

মুম্বই, ৭ জুন: জনপ্রিয় অস্ট্রেলিয়ান ডিজে ক্লাংকুয়েনস্টলার-এর অনুষ্ঠান ছিল রাতভোর। মুম্বইয়ের ওরলি অঞ্চলে সেই ভিড়ে ঠাসা কনসার্টের মাঝপথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে অনুষ্ঠানের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই যুবক এবং তাঁর বান্ধবী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় যুবকের । অন্যদিকে, চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁর বান্ধবী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জনপ্রিয় ডিজের সারারাতের অনুষ্ঠান চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ২৮ বছরের বৃষভ গঙ্গুরদের। মাহিমের বাসিন্দা ওই যুবকের সঙ্গে ছিলেন বান্ধবী। দু'জনেই অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন। ভিড়ে ঠাসা অনুষ্ঠানে এক সময় অসুস্থ বোধ করেন যুগল। একসময় তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হলে দ্রুত নিকটবর্তী ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও হাসপাতালের পৌঁছনোর আগে মৃত্যু হয় বৃষভের। তরুণীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জাসলোক হাসপাতাল ফর মেডিক্যাল কেয়ারে ভর্তি স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে।

পুলিশকে তরুণী জানিয়েছেন, তাঁরা এনর্জি ড্রিঙ্ক আর মদ খেয়েছিলেন। প্রমাণের অভাবে আপাতত মাদক গ্রহণের সম্ভাবনা নাকচ করেছে পুলিশ। বৃশভের মৃত্যুর কারণ জানতে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। যদিও পুলিশ ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে।

সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের সময় মৃত্যু চার শ্রমিকের

সুরাত, ৭ জুন: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা গুজরাতের সুরাতে। কারখানার সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পড়ে মৃত্যু হল ৪ শ্রমিকের। মর্মান্তিক এই ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ট্যাঙ্কে ঢোকার আগে শ্রমিকরা কী কী নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ করেছিলেন এবং কোথায় অবহেলা করা হয়েছিল, তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুরাত পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অলোক কুমার বলেন, এই ঘটনা ঘটেছে সুরাটের অশ্বিনী কুমার এলাকার এক কারখানায়। ওই সেপটিক ট্যাঙ্কে গয়না পরিষ্কারে ব্যবহৃত বর্জ্য জমা রাখা হত। প্রতি দু'মাস অন্তর তা পরিষ্কার করানো হত। রবিবার ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের জন্য চারজন সেখানে ঢুকেছিলেন। অনুমান করা হচ্ছে, ভিতরে বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। দেহ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, ওই শ্রমিকদের কাজ করানোর জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে নিরাপত্তাবিধি পালন করেনি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই পুলিশকর্তা আরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর কারখানার সুপারভাইজার দমকলে খবর দেন। যাদের ট্যাঙ্কে নামানো হয়েছিল তাঁদের কাছে কোনও সুরক্ষা সরঞ্জাম ছিল না। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া সুরাতে শতাধিক বাড়িতে চলল বুলডোজার

আমদাবাদ, ৭ জুন: গুজরাতের সুরাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শতাধিক বাড়ি। কিন্তু কার নির্দেশে, কারা বাড়ি ভাঙলেন তা নিয়েই এখন বড় প্রশ্ন। সুরাত পুরসভার দাবি, বাড়ি ভাঙার নির্দেশ তারা দেয়নি। প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কারও নির্দেশ ছাড়া কারা এই কাজ করলেন, এই ঘটনা ঘিরে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৩ জুন নাসিরনগরের কাটাগ্রামে একের পর এক বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, যে সময় বাড়ি ভাঙা হচ্ছিল, ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন সুরাত পুরসভার আধিকারিকেরা। এমনকি, পুলিশও ছিল ঘটনার সময়। অভিযোগ, স্থানীয় পুর প্রশাসন এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই এই গোটা 'অপারেশন' চলে। কিন্তু পুর প্রশাসন এই বাড়ি ভাঙার ঘটনায় তাদের দায় অস্বীকার করেছে। পাল্টা দাবি করেছে, এই ধরনের কাজে তারা কোনও নির্দেশই দেয়নি। আর এখান থেকেই প্রশ্ন, পুরপ্রশাসনের সামনে বাড়িগুলি ভাঙা হল, অথচ তার পরে কেন দায় নিতে অস্বীকার? তা হলে কারা নির্দেশ দিয়েছিল এই বাড়িগুলি ভাঙতে? এখন এটাই সবচেয়ে বড় রহস্য সুরাতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নাসিরনগরে একটি বেসরকারি প্রকল্পের জন্য রাস্তা চওড়া করতে বাড়িগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনার সময় পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

তবে স্থানীয়দের দাবিকে নস্যাৎ করে পুরসভার চেয়ারম্যান রঞ্জন প্যাটেল দাবি করেছেন, তাঁরা এই কাজ করেননি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এই নির্দেশ কারা দিয়েছিলেন।

সমুদ্রতটে ৭০০ ডলফিন ও তিমির নৃশংস হত্যালীলা

নিন্দায় সরব বিশ্ব

কোপেনহেগেন, ৭ জুন: গত ২৭ মে ফারো দ্বীপে পালিত হয়েছিল মৃত্যুর এই নারকীয় উৎসব। 'দ্য গ্রাইন্ড' চলাকালীন সমুদ্র থেকে প্রায় ৭০০ তিমি ও ডলফিন ধরে সেগুলিকে জালের মাধ্যমে নৌকোয় তীরে টেনে আনা হয়। হত্যাকাণ্ড চাক্ষুস করতে বিপুল সংখ্যায় মানুষ জড়ো হন সমুদ্রতটে। এরপর একদল মানুষ ছুরি হাতে নেমে পড়েন অগভীর জলে। জীবন্ত অবস্থায় ছুরির কোপে খণ্ড খণ্ড করা হয় প্রাণীগুলিকে। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জেরে রক্তে লাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। এরপর সমুদ্রতটে বিছিয়ে রাখা হয় মৃত প্রাণীদের দেহগুলি। ভয়ংকর এই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে।

সমুদ্রতটে বিছিয়ে রয়েছে শয়ে শয়ে ডলফিন ও তিমির মৃতদেহ। রক্তে লাল হয়ে রয়েছে সমুদ্র। নারকীয় সেই দৃশ্য দেখতে বড়দের পাশাপাশি ভিড় জমিয়েছে কচিকাচার দলও। ভাইকিং জমানার 'দ্য গ্রাইন্ড' উৎসবের সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দায় মুখর হয়েছে বিশ্ব। অবিলম্বে এই গণহত্যা বন্ধের আর্জি জানানো হয়েছে সেখানকার সরকারের কাছে।

জানা যাচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সি শেফার্ড ফর গ্লোবাল মেরিন কনজারভেশন'-এর পরিচালক ভ্যালেন্টিনা ক্রাস্ট বলেন, তিনি বহুবার ইউরোপীয় সরকারগুলির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন এই নারকীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য। যদিও চিরাচরিত এই প্রথা বন্ধের কোনও উদ্যোগ নেয়নি। একাধিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'দ্য গ্রাইন্ড' চলাকালীন অন্তত ৪০২টি তিমি ও ৩০০ ডলফিনকে হত্যা করা হয়েছে। পশুপ্রেমী সংস্থা 'পেটা'র প্রেসিডেন্ট অ্যালিসা অ্যালেন বলেন, 'এটা ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার উৎসব। এই প্রাণীগুলি তাদের পরিবারের সঙ্গে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। এদের পুরো পরিবারকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।' ফারো দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসনের অবশ্য দাবি, 'এই উৎসব চলাকালীন পরিবেশগত বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের দাবি, উত্তর আটলান্টিকে ডলফিন ও তিমির সংখ্যা যথেষ্ট বেশি।'

ময়দান

রানের পাহাড়ের পর মানবের স্পিন জাদু, ম্যাচে একচ্ছত্র আধিপত্য ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুলানপুরের মাঠে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হতেই যেন স্পষ্ট হয়ে গেল ম্যাচের চিত্রনাট্য। ভারতের রানের পাহাড় আর বোলারদের আগ্রাসনের সামনে ক্রমশ দিশাহারা আফগানিস্তান। একদিকে ভারতীয় ব্যাটারদের রেকর্ড গড়া ইনিংস, অন্যদিকে অভিষেক ম্যাচে তরুণ স্পিনার মানব সুথারের জাদু; সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে জয়ের সুবাস পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

দিনের শুরুতেই ভারত তাদের প্রথম ইনিংসকে বিশাল উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। অধিনায়ক শুভমান গিল আগের দিনের ইনিংসকে আরও বড় করে ১২৬ রানে শেষ করেন। তাঁর আউট হওয়ার পরও রানের গতি থামেনি। ঋষভ পন্থ নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক মেজাজে আফগান বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন। শতরানের খুব কাছে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত ৮১ রানে থামতে হয় তাঁকে। তবে ভারতের ইনিংসের শেষদিকে মূল্যবান অবদান রাখেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও মানব সুথার। সুন্দরের অর্ধশতরান এবং মানবের দায়িত্বশীল ২৮ রান ভারতের স্কোরকে ৫৬৪ রানে পৌঁছে দেয়। এরপর ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। এত বড় স্কোরের জবাব দিতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় আফগানিস্তান। ভারতীয় পেসার ও স্পিনাররা এমন নিখুঁত পরিকল্পনায় আক্রমণ শানান যে আফগান ব্যাটারদের এক মুহূর্তও স্বস্তি মেলেনি। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ নতুন বলে ধারাবাহিকভাবে সঠিক জায়গায় বল ফেলে দ্রুত দুই উইকেট তুলে নেন। অন্য প্রান্ত থেকে চাপ বাড়াতে থাকেন বাকি বোলাররাও। তবে দিনের আসল আকর্ষণ ছিলেন মানব সুথার। সীমান্তঘেঁষা রাজস্থানের এক ছোট শহর থেকে উঠে আসা এই তরুণ দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের সাদা জার্সি গায়ে চাপানোর। সেই স্বপ্নপূরণের দিনে তিনি শুধু মাঠে নামেননি, নিজের সামর্থ্যেরও প্রমাণ দিয়েছেন। বল হাতে আত্মবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল এবং ধারাবাহিক; ঠিক যেমনটা একজন টেস্ট বোলারের হওয়া প্রয়োজন।

মানবের ক্রিকেটযাত্রাও কম সংগ্রামের নয়। আইপিএলে দলে থেকেও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ভারত 'এ' দলের হয়ে সফরে গিয়েও একাদশে জায়গা হয়নি। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। কঠোর পরিশ্রম আর অপেক্ষার পর অবশেষে জাতীয় দলের দরজা খুলেছে তাঁর জন্য। আর সেই সুযোগ পেয়েই নিজের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দিয়েছেন।

ম্যাচ শেষে মানব জানান, বল ঘোরানোর ক্ষমতাই তাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সেই শক্তিকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে বল ফেলে ব্যাটারদের ভুল করতে বাধ্য করাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন যে অবশেষে সত্যি হয়েছে, সেই আবেগও লুকিয়ে রাখেননি তরুণ স্পিনার।

অধিনায়ক শুভমান গিলের প্রশংসাও করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলার সুবাদে গিল তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা ভালোভাবেই জানেন। মাঠে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন ভারত অধিনায়ক। আফগানিস্তানের হয়ে রহমত শাহ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁর লড়াই কতক্ষণ স্থায়ী হবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১১৩ রান করে আফগানরা এখনও ভারতের বিশাল স্কোর থেকে অনেক দূরে। ফলে ম্যাচ বাঁচানো তো দূরের কথা, ফলো-অন এড়াতেই তাদের কঠিন পরীক্ষার মুখে মুখি হতে হবে। দুই দিনের খেলা শেষে ছবিটা পরিষ্কার, ভারত এখন চালকের আসনে নয়, কার্যত স্টিয়ারিং পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে ফেলেছে। ব্যাটে, বলে এবং আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে থাকা ভারত তৃতীয় দিনে কত দ্রুত আফগানিস্তানকে চাপে ফেলতে পারে, সেটাই এখন দেখার। আর সেই গল্পের নতুন নায়ক হয়ে উঠেছেন মানব সুথার, সীমান্তের ছোট শহর থেকে উঠে এসে যিনি অভিষেক মঞ্চেই আলো কেড়ে নিয়েছেন।

ডিএলএস মেথডেই শেষ হাসি মেদিনীপুরের, ম্যাচসেরা অগ্নীশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস পদ্ধতিতে অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্সকে ১৪ রানে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিল রশ্মি নেস মেদিনীপুর উইজার্ডস। রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগের তৃতীয় মরশুমের ম্যাচে ব্যাট ও বল হাতে দারুণ পারফরম্যান্স করে জয় ছিনিয়ে নেয় মেদিনীপুর। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করেন শাকির হাবিব গান্ধী। মেদিনীপুরের বোলারদের বিরুদ্ধে একের পর এক বড় শট খেলতে থাকেন তিনি। মাত্র ৪৭ বলে ৮৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দলের বড় স্কোরের ভিত গড়ে দেন। শেষের দিকে সচিন কুমার যাদব ২৩ বলে অপরাজিত ৪২ রান করে দলের রান আরও বাড়িয়ে দেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স।

মেদিনীপুরের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন আমির গনি। তিনি ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। এছাড়া দেবপ্রতিম হালদার ২টি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে দেননি। ১৮৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলে মেদিনীপুর উইজার্ডস। প্রিয়াংশু গৌরব মাত্র ১৪ বলে ২৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে দ্রুত শুরু এনে দেন। এরপর দলের ইনিংসের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন অগ্নিশ্বর দাস। তিনি একদিকে যেমন উইকেট আগলে রাখেন, অন্যদিকে সুযোগ পেলেই বাউন্ডারি হাঁকিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ হওয়ার পর অগ্নিশ্বর দাস বলেন, 'দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমরা জানতাম ১৮৮ রান তাড়া করা সহজ হবে না। তাই শুরু থেকেই ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলাম। প্রিয়াংশু খুব ভালো শুরু করে দিয়েছিল, ফলে আমাদের ওপর চাপ কমে যায়। আমার লক্ষ্য ছিল শেষ পর্যন্ত উইকেটে থাকা এবং দলের রান তোলার গতি বজায় রাখা। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ থেমে গেলেও আমরা তখন ভালো জায়গায় ছিলাম। এই পুরস্কার শুধু আমার নয়, পুরো দলের। বোলাররা প্রথমে দুর্দান্ত কাজ করেছে, তারপর ব্যাটাররাও নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। সামনে আরও ম্যাচ রয়েছে, তাই এই জয় থেকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। আশা করি পরের ম্যাচগুলোতেও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারব।'

অগ্নিশ্বরের অপরাজিত অর্ধশতরানই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি ৩৪ বলে ৫২ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ইনিংসে ছিল বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন বাউন্ডারি। মেদিনীপুর যখন ১১.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান করেছে, তখনই বৃষ্টি শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়ায় ম্যাচ আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। এরপর ডিএলএস পদ্ধতিতে হিসাব করে মেদিনীপুর উইজার্ডসকে ১৪ রানে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

উত্তর কলকাতার উদয়ের পথের রক্তদান শিবিরে স্বামী বিবেকানন্দর ছবি সম্মিলিত স্মারক ও চারা গাছ দিয়ে দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিষ দত্তকে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

e-NIT NO. WBPWD/PC/SSE/NIeT-02/2026-2027

Sr. SE, Presidency Circle, PWD invites online e-tender for the work of "Construction of raised platform, laying plastic sheet & carpet over the platform alongwith other relevant items at Brigade parade ground, Kolkata in connection with international Yoga Day on 21st June' 2026."

Tender ID :- 2026_WBPWD_5015109_1

Bid Submission Closing date (online):-11.06.2026 upto 4.00 PM

Corrigendum if any will be published in website only

Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Sr. Superintending Engineer
Presidency Circle, PWD
Govt. of West Bengal

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000043, Dated : 02-06-2026

Name of work : Upgradation of HT Panel Protection Scheme at Webel Bhavan, Salt Lake, Sector – V, Kolkata – 700091.

Value of Work : Rs 2,00,128/- (Approx.)

Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9609055584

ICA- T9525(1)/2026

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000037, Dated : 27-05-2026

Name of work : "AMC job of Updating and maintenance of website at West Bengal Housing Board"

Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in

For details contact : 033 23571706 / 8336037257

ICA- T9518(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/ED-VII/NIT-02/2026-27

Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-VII, EM Sector, KMDA, 14, Raja Manindra Road, Kolkata-700037, from eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Overhauling & servicing of 1 no. VT pump (Pump No-1) at Mannapara Booster Pumping Station under Baranagar Municipality., Rs.4,06,388/-, Rs.8,128/-, 45 Days from the date of firm order, **Last date & time of online Tender submission:** 19.06.2026 at 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-82)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T9513(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ABRIDGED TENDER NOTICE
WBIW/EE/MED/e-NIT-03/2026-2027

On behalf of the Governor of West Bengal, it is to inform that last date of bid submission & opening has changed through corrigendum in connection with the above mentioned e-NIT under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. **Bid Submission End Date : 15.06.2026 at 10:00 A.M.** Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website https://iwd.wb.gov.in and https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Electrical Division, Jalasampad Bhawan (4th floor), Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-91.

ICA- T9532(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/E-M/EE/MD-I/NIQ No.-01 of 2026-27

Online Quotation is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-I, EM Sector, KMDA, 59, Nazrul Park. Ashiwini Nagar. Kolkata-700159, from the eligible Agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing and overhauling of VT Pump set No-04 (Capacity: 1285 m^3/Hr, Head: 47 M, Make: WPIL, Pump model: VT-30-24) and allied works at CWPS under Panihati Municipality., Rate to be quoted, Rs.5,500/-, 15 Days, **Last date & time of online Quotation submission:** 17.06.2026 upto 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-90)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T9516(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-22 of 2025-26 (2nd Call)

Online percentage base two part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from reliable, resourceful, bonafied and experienced agencies, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of Completion**, Repairing and overhauling of 2250 m^3/hr capacity, 17.2 MWC head, dry pit, split case centrifugal pump in vertical execution of Bay No.-04 at RWPS of SWTP, KMDA. (2nd Call), Rs.4,65,020/-, Rs.9,400/-, 15 days, **Last date & time of online Tender submission:** 15.06.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-80)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T9511(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-VI/Circle II(KIT)/e-quotation-01/2026-2027

e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI, Circle II (KIT), Housing Sector, KMDA, 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** E-Quotation of Ferrous (iron and steel) scrap materials at the working site of Poddar Park Tenament Scheme at 420/1, Prince Anwar Shah Road, Kolkata- 700 045, KMC Ward No. 93, Borough-X., Rate to be quoted by the Bidder (Including GST & LWC) Note : loading and transportation cost borne by the bidder at their own cost, Rs.7,800/-, 15 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 17.06.2026, Time: 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-77)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T9509(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৮ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

চা

ঔষধ হিসেবে দৈনন্দিন পানীয় নাকি এক ক্ষতিকারক বিষ ?

বেবি চক্রবর্তী

বহু শতাব্দী ধরে চা শুধুমাত্র ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কয়েক হাজার বছর পর চা একটি দৈনন্দিন পানীয় হিসেবে প্রচলিত হয়। চা একটি ঐতিহ্যবাহী ইংরেজি পানীয় হয়ে উঠতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল। যদিও ১৬৫৭ সালের প্রথম দিকেই ইংল্যান্ডে চায়ের আগমন ঘটেছিল। প্রথমদিকে কফি হাউসগুলিতে বিক্রি হওয়া এই চায়ের উপর ভারী কর আরোপ করা হত । এটি অবৈধভাবে পাচার করা হত, এর স্বাদে পরিবর্তন আনা হয়।

বর্তমানে চায়ের কড়ির কাপ বা স্টিলের কাপের ওপর লিকার বা দুধ চা সেবন করার পর একটা মোটা কালচে রঙের আস্তরণ পড়ে এবং চায়ের পাত্রে ও সেই একই আস্তরণ পরিলক্ষিত হয়। সেই কালচে রঙের আস্তরণ তুলতে সামান্য কড়ির বা স্টিলের কাপের স্কচ্ বাইট আর বাসন মাজার সাবান দিয়ে রিতিমত বাড়ির মহিলাদের যুদ্ধ করতে হয় বা ঘাম ঝড়াতে হয়। তাহলে এবার ভাবুন আমাদের লিভারের কি অবস্থা হচ্ছে...? আমরা যা খাচ্ছি বেশিরভাগই ক্যামিক্যাল বা বিষ নয় তো...? প্যাকেট জাত করতে প্রিজার্ভ করতে চা - য়ে ক্যামিকাল ব্যাবহৃত হয়। সেই ক্যামিক্যাল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা উপকারী...? তা আমরা জানি না। তবে যাই হোক খালি পেটে চা সেবন লিকার বা দুধ - চা কতটা উপকারী...?

সামান্য কড়ির কাপ বা স্টিলের কাপের মোটা কালচে আস্তরণ তুলতে গিয়ে বাড়ির গৃহিণীদের রিতিমত আঙ্গুলের প্রখর শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে ভাবুন আমাদের শরীরের লিভারের কি অবস্থা হয়...? তাই বর্তমানে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে কিছু না কিছু অসুস্থ রোগী পাবেন।

এখন রাজনীতি দেশ চালায়। দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। অপরদিকে ঘাস- পদ্ম- কাস্তে - তারা - হাতুড়ি - প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে লড়তে ব্যাস্ত। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমন- কোভিডের সময় সাধারণ মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ফান্ড ক্যালেক্ট - রাজ্যে ইডি- সিবি আই- - বিরোধীদের পার্লামেন্টে নেংটি নাচন টেবিল বাজিয়ে...! শিক্ষা- পরিবেশ - দূষণ- সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য - মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কিংবা ভেজাল খাবার রোধ এর সঠিক উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহন করে গ্রাহক অর্থাৎ জনগণকে সঠিক পরিষেবা দিচ্ছে কিনা সেদিকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। জানি আমার হাতের কলম হয়ত

একদিন থেমে যাবে।

প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরেরও বেশি আগে মহান চীনা সম্রাট শেনং চা আবিষ্কার করেছিলেন। গল্পটি বলে যে সম্রাট যখন একটি গাছের নিচে বিশ্রামরত। তখন একটি বুনো চা গাছের পাতা দুর্ঘটনাক্রমে ফুটন্ত জলের পাত্রে পড়ে যায়। এরপর পাতাটি তার গুণাগুণ ছড়িয়ে দেয় এবং বাকিটা আমরা জানি ইতিহাস!

১৬৫৭ সালে টমাস গ্যারাওয়ে লন্ডনের এক্সচেঞ্জ অ্যালিতে অবস্থিত। তার কফি হাউসে কিছু পরিমাণ চা পাতা বিক্রি করার মাধ্যমে ব্রিটেনে প্রথম চায়ের আগমন ঘটে। লন্ডনে চায়ের বাণিজ্যিক বিক্রি শুরু হয়েছিল যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডাচদের দামের চেয়ে কম দামে চা বিক্রি শুরু করে এবং অ্যাপোপ্লেক্সি, ক্যাটার, শূলবেদনা, যক্ষ্মা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মৃগীরোগ, পিত্তপাথর, অলসতা, মাইগ্রেন, পক্ষাঘাত এবং মাথাঘোরা রোগের অব্যর্থ প্রতিকার হিসেবে চায়ের বিজ্ঞাপন দেয়।

চায়ের উপর অত্যন্ত উচ্চ কর আরোপের ফলে এটি ইংল্যান্ডে একটি দুর্লভ পণ্য এবং শুধুমাত্র উচ্চবিত্তদের জন্য একটি বিলাসবহুল সামগ্রী হিসেবে রয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে চা চোরাচালান করে আনা শুরু হয় এবং অনুমান করা হয় যে ১৭০০ সাল নাগাদ ব্রিটেনে পান করা মোট চায়ের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছিল।

সমুদ্রপথে হল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে চা চোরাচালান করে আনা হতো এবং স্থানীয় মাছ ধরার নৌকাগুলো গোপনে ভূগর্ভস্থ পথ ও লুকানো রাস্তা দিয়ে চালানটি দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যেত। এই চোরাচালান ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে, যখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট দ্য ইয়ংগার 'কমিউটেশন অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন, যা চায়ের উপর ধার্য করা ভারী কর ১১৯ থেকে কমিয়ে ১২.৫ করে দেয়। এর ফলে চায়ের চোরাচালান অলাভজনক হয়ে পড়ে এবং রাতারাতি বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে পরিচালিত সবচেয়ে বহুল প্রচারিত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা চায়ের উপর আরোপিত ভারী করের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা বোস্টন টি পার্টি নামে পরিচিত। ক্ষুব্ধ আমেরিকানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ব্রিটিশরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশিবার হস্তক্ষেপ করেছে।

১৭৭৩ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর আদিবাসী আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে একদল উন্মত্ত জনতা বোস্টন বন্দরে থাকা তিনটি ব্রিটিশ জাহাজে চড়ে বসে চারটি জাহাজ ডার্টমাউথ থেকে যাত্রা করেছিল। কিন্তু একটি কেপ কডের কাছে চরে আটকে যায়। এরপর সেই জনতা ৩৪২টি চায়ের বাক্স ভেঙে ফেলে এবং তার ভেতরের জিনিসপত্র সমুদ্রে ফেলে দেয়। বোস্টনবাসীদের এই কর্মকাণ্ডের ফলে পূর্ব উপকূল জুড়ে অন্যান্য প্রতিবাদ শুরু হয় এবং চা বহনকারী জাহাজগুলোকে বন্দরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এর প্রতিশোধ হিসেবে, ব্রিটিশ সরকার ১৭৭৪ সালের প্রথম দিকে ৫টি নতুন আইন প্রবর্তন করে, যা 'অসহনীয় আইন' (Intolerable Acts) নামে পরিচিতি লাভ করে। যদিও এই আইনগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ম্যাসাচুসেটসের জনগণকে শাস্তি দেওয়া। এই আইনগুলোর মধ্যে ছিল চায়ের মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বোস্টন বন্দর বন্ধ রাখা, টাউন মিটিং সীমিত করা এবং ব্রিটিশ-নিযুক্ত গভর্নরকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত এই আইনগুলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৩টি আমেরিকান উপনিবেশকে একত্রিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৭৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে বোস্টনের অন্যতম প্রতিরোধ নেতা স্যামুয়েল অ্যাডামস সহ উপনিবেশগুলোর প্রতিনিধিরা আইনগুলোর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করার জন্য প্রথম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে মিলিত হন। উপনিবেশগুলোর এই সম্মিলিত প্রতিরোধই আমেরিকান বিপ্লব এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের জন্ম দেয়।

এছাড়াও খাবার সরিষার তেল। সরিষার একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। যা খাঁটি সরিষা ভাঙানো মিলের তেলে উপলব্ধ হয়। যা শিশুদের গায়ে মাখিয়ে হালকা রোদে রেখে দিত আগেকার দিনে হাড় মজবুত করে তোলার ধারণা নিয়ে। যাইহোক বতলে বা প্যাকেটের দীর্ঘদিন প্রিজার্ভ করে রাখার জন্য ক্যামিক্যাল ব্যবহৃত হয়। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। বাইরের দেশে এই বোতলে ভরা সরিষার তেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে নাগরিক সচেতনতার অভাবে ব্যাবসায়িক সুবিধার্থে খাবার এই তেলের মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে বাজার - হাটে প্রতারিত জনতা। সত্যি কি জনতা আজ প্রতারিত...? আধুনিকতার এ যেন অভিনব ট্রেডিং কিছু হলেই এখন সংবাদ মাধ্যমকে দোষারোপ। সংবাদ মাধ্যম হল সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভ। সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে। সঠিক এবং ভুল দুই সিদ্ধান্তই জনসাধারণকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে তাই প্রত্যেকটা সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষ থেকে কাজ করার চেষ্টা করে যথাসাধ্য। নিউজ পেপারে এবং চ্যানেল - পোর্টাল সব খবর ই দেখা উচিত। এতে চিন্তা শক্তির জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। কঠিন বাস্তবে মাটিতে লড়াই করে বাঁচতে শেখায়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সভ্যতার অগ্রগতি সাথে সাথে সাথে প্যাকেট জাত দ্রব্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হই কিন্তু এই প্যাকেট জাত দ্রব্যের সুন্দর চেহারা হলেও গুণাগুণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। কথাটা আছে কাস্টমার মানে কষ্ট দিয়ে মার। একটু বেশি মুনাফা লাভের আশায় মানবিকতা বিসর্জন দিতেও পিছুপা হয় না, এই দুর্মূল্যের বাজারে। আমরা এক কঠিন বাস্তবে এসে উপনীত হলাম। যাইহোক হোক রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আরো কঠোর হতে হবে।

কাশির কারণ ও প্রতিকার

ডাঃ আবু তাহের

কাশি আমাদের শরীরের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিবর্ত ক্রিয়া।কাশি অনেক সময় আমাদের কাছে বিরক্তির কারণ হলেও শ্বাসনালির এবং বায়ুথলির ভেতরে কোনো অযাচিত বস্তু প্রবেশ করলে তা নির্গমনে সহায়তা করে কাশির মত স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আবার এই কাশি সামান্য ভাইরাল ইনফেকশন থেকে শুরু ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডের নানান জটিল অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।কাশির প্রকার,সময়কাল এবং প্রকৃতি অনুযায়ী রোগের মাত্রা নির্ভর করে।স্বরথলির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকেও কাশির উদ্রেক হতে পারে যেমন স্বরথলির কোনো টিউমার থেকে যেমন কাশি হতে পারে তেমনি সিওপিডি (অর্থাৎ ক্রণিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ),অ্যাজমা, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ,ক্যান্সার, নিউমোনিয়া ইত্যাদি থেকেও কাশি হয়।

শ্বাসনালির ভেতরে যেকোনো ধরনের উদ্দীপনা হতে পারে তা রাসায়নিক বা জৈবিক তার ফলেই সাধারণত কাশির জন্ম হয়।

হার্ট ফেলিওরের মত বড় ধরনের হৃৎপিণ্ডের অসুখ থেকে এবং কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাশি হতে দেখা যায়।

এছাড়াও সাইনুসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস,গ্যাস অম্বলের সমস্যা থেকেও কাশি হতে দেখা যায়।

কাশির প্রকার অনুযায়ী কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়। শুকনো কাশি এবং ভেজা কাশি।যাকে ড্রাই কাফ এবং প্রোডাক্টিভ কাফ বলা হয় যথাক্রমে।

শুকনো কাশি সাধারণত ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হয়। তাছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে সাইনুসাইটিস, অ্যাজমা,ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, শ্বাসনালির প্রদাহ, টিউমার ইত্যাদি থেকেও শুকনো কাশি হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি হতে দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

এমনিতে অল্প বিস্তর কাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবার হয়ে থাকে। কিন্তু এই কাশিই একটা সময় বড় ধরনের কোনো রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কাশির সাথে যে সমস্ত উপসর্গগুলো দেখলে সেই কাশিকে অবহেলা করা উচিত নয় সেগুলো হলো দু সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি, কাশির সাথে কাচা বা পাকা রক্ত,কাশতে গিয়ে বুকে, পিঠে, পাঁজরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা,জ্বর, কাশির সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট,বুকে সাঁই সাঁই করে আওয়াজ করা, ওজন কমে যাওয়া,খাবারে অনীহা, অরুচি, কাশির সাথে সবুজ হলুদ কাচা পাকা রক্ত পড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে ততক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কাশির পরীক্ষা, বুকের এক্স রে করে প্রাথমিকভাবে টিবি বা ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা কিনা তা নির্ধারণ করা হয়।

যাদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে কাশির উদ্রেক হতে পারে। ধুমপায়ী দের কাশি একটি সাধারণ উপসর্গ। এক্ষেত্রে যাদের শরীরে অ্যালার্জির ধাঁচ রয়েছে তাদের যদি ধুমপান করতে দেখা যায় তবে তা দ্বিগুণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ধুমপায়ী দের ক্ষেত্রে সাধারণত সকাল বেলার দিকে কাশি লক্ষ্য করা যায়। কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, পাকা কাফ নির্গত হতে দেখা যায় এমনকি কাশির সাথে রক্ত ক্ষরণ অবধি হতে পারে। কাশির আওয়াজে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলা উচিত। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ ধুমপায়ী নিজেই জানে না কী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে তাদের ফুসফুস।

কাশির সাথে বিভিন্ন কারণে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায়। যেমন টিবি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া,ক্যান্সার ইত্যাদি তে কাশির সঙ্গে কাচা রক্ত বের হতে দেখা যায়।অবশ্য রক্তপাত মানেই সবসময় টিবির লক্ষণ নয়।পুরনো টিবির ক্ষতস্থান থেকেও অনেক সময় রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায়।কাশির সাথে রক্ত ছাড়াও অন্য কোনোভাবে যেমন পায়খানা, প্রস্রাব এবং বমির সঙ্গে রক্ত পড়ছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে। শরীরের ওজন যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাওয়া এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলো ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।আর এই সমস্ত উপসর্গগুলো দেখা দিলে একবার অন্তত একজন বক্ষ বিশারদের কাছে সুপরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

কাশি যদি আট সপ্তাহের অধিক কাল ধরে স্থায়ী হতে দেখা যায় তবে তাকে দীর্ঘকাল ব্যাপী কাশি বলে।এর কারণ সাধারণত সিওপিডি, অ্যাজমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস,গলার প্রদাহ, হার্ট ফেলিওর, সাইনুসাইটিস, ইন্টারসিটিশিয়াল লাং ডিজিজ, ভোকাল কর্ড ডিসফাংসন, কিংবা পূর্বের কোনো সংক্রমণ থেকেও ফুসফুসে ক্ষত হলেও দীর্ঘ সময় ব্যাপী কাশির উদ্রেক হতে পারে।এই সমস্ত রোগের কথা মাথায় রেখে একজন চিকিৎসক কে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের আসল কারণ খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত চেস্ট এক্স রে,কফ পরীক্ষা, বুকের সি টি স্ক্যান, ইমিউনোগ্লোবিউলিনের জন্য কিছু রক্ত পরীক্ষা,ই সি জি, ইকো কার্ডিওগ্রাফি,ব্রঙ্কোসকপি,এন্ডোস্কপি ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের কারণ চিহ্নিত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তখন চিকিৎসা শুরু করা হয়।

কাশির সমস্যা যাতে তার জন্য প্রথমে কাশি কমিয়ে তবে রোগের কারণ নির্ধারণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেননা কাশি না কমালে বুকে পিঠে এবং পাঁজরের হাড়ের ক্ষতি হয়,এমনকি হার্নিয়ার মত সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বুকে ব্যথা,পেটে ব্যথা, অনিচ্ছাকৃত ভাবে মূত্র ত্যাগ ও হয়ে যেতে পারে।

বাজার চলতি দুধরনের কাফ সিরাপ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একটি কাফ সাপ্রেসান্ট(কাশি যাতে না উৎপন্ন হয় তাই কাশি উদ্রেককারী কেন্দ্র কে প্রভাবিত করে) এবং একটি এক্সপেকটোরেন্ট(কাশির ঘনত্ব কমিয়ে হালকা ভাব এনে কাশি নির্গমনে সহায়তা করে)।এই দুই ধরনের কাফ সিরাপের মধ্যে উপাদান গত তারতম্য রয়েছে। আবার এর মধ্যে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।তাই রোগ নির্ণয়ের পরে কাফ সিরাপ নির্বাচন করলে তবে তা সুবিধের হয় রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের জন্যই।

আশাকরি কাশি নিয়ে উপরোক্ত পরামর্শ গুলো মেনে চললে পাঠক বন্ধুরা উপকৃত হবেন। হেমন্তের মধ্যাহ্ন বেলায় শীত শীত এই আবহাওয়ায় সকলের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি।

ডায়াবিটিসে সুজি খাওয়া কি ভালো? কোনও ক্ষতি হয় না তো?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়াবিটিস ধরা পড়ার পর থেকেই খাদ্যাভ্যাসে নানা ধরনের পরিবর্তন আনতে হয়। কোন খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াবে, আর কোনটি তুলনামূলক নিরাপদ, তা নিয়ে দ্বিধায় থাকেন অনেকেই। ভাত, রুটি কিংবা ওটস নিয়ে যেমন আলোচনা হয়, তেমনই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে সুজি খাওয়া আদৌ কতটা স্বাস্থ্যকর।

সকালের জলখাবারে উপমা, দোসা কিংবা হালুয়ার মতো নানা পদে সুজির ব্যবহার হলেও ডায়াবিটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই খাবার কতটা উপযোগী, তা জানা জরুরি।

সুজি মূলত ডুরম গম থেকে তৈরি হয়। তবে সুজি তৈরির সময় গমের ভুষি এবং অঙ্কুরোদ্গমের অংশ বাদ দেওয়া হয়। ফলে এতে ফাইবারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কমে যায়। যদিও সুজিতে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন থাকে, তবুও সম্পূর্ণ শস্যের তুলনায় এর পুষ্টিগুণ কিছুটা কম বলে মনে করা হয়।

সুজি সহজে হজম হয় বলে অনেকেই এটিকে হালকা খাবার হিসেবে বিবেচনা করেন। যাঁদের হজমের সমস্যা রয়েছে বা অন্ত্রের কার্যকারিতা দুর্বল, তাঁদের জন্য সুজি অনেক সময় আরামদায়ক খাবার হতে পারে। কম ফাইবার থাকার কারণে এটি দ্রুত হজম হয়।

তবে ডায়াবিটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যই সমস্যার কারণ হতে পারে। কারণ কম ফাইবারযুক্ত খাবার দ্রুত গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

সুজির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) তুলনামূলকভাবে বেশি, যা সাধারণত ৫৪ থেকে ৬৬-এর মধ্যে থাকে। পাশাপাশি এতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। ফলে খালি পেটে বা বেশি পরিমাণে সুজি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে।

এই কারণেই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত

ব্যক্তিদের সুজি খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণ এবং সময়, দু'দিকেই বিশেষ নজর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ওজন কমানোর ডায়েটে সাধারণত কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সযুক্ত খাবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুজির GI মাঝারি থেকে কিছুটা বেশি হওয়ায় অতিরিক্ত খাওয়া বা তেল-ঘি দিয়ে তৈরি সুজির পদ নিয়মিত খেলে ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে।

ডায়াবিটিস থাকলে সুজি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার প্রয়োজন নেই। বরং সঠিক উপায়ে খেলে এটি খাদ্যতালিকার অংশ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ডায়াবিটিস থাকলে খালি পেটে সুজি খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। সুজির সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি মিশিয়ে উপমা বা অন্য পদ তৈরি করলে ফাইবারের পরিমাণ বাড়ে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি ডাল, ছোলা, অঙ্কুরিত শস্য বা সিদ্ধ ডিমের মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার সঙ্গে রাখলে খাবারটি আরও সুষম হয়ে ওঠে। তবে সুজি খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি সুজির হালুয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা, কারণ এতে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে।

সুজি ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ খাবার নয়। তবে এর কম ফাইবার, তুলনামূলক বেশি গ্লাইসেমিক ইনডেক্স এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণের কারণে সচেতনভাবে খেতে হবে।

সঠিক পরিমাণে, সবজি ও প্রোটিনের সঙ্গে মিলিয়ে খেলে সুজি খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত বা ভুল উপায়ে খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।